জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper : www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

বর্ষ - ১৯, সংখ্যা ২৩৮ ● ৯ জানুয়ারি, ২০২৪ ● ২৩ পৌষ ১৪৩০ ● মঙ্গলবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 19, Issue - 238 ● JAGO BANGLA ● TUESDAY ● 9 JANUARY, 2024 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

জয়ের শুভেচ্ছা

বাংলাদেশ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ জয়ে শেখ হাসিনাকে শুভেচ্ছা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

দুই সমবায়ে জয়

পূর্ব মেদিনীপুরের রামনগর সমবায় ভোটে জিতল তৃণমূল। অন্যদিকে, ময়নায় ৪২ আসনেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতেছে তৃণমূল কংগ্রেস

২১ জানুয়ারি থেকে শুরু জেইই মেইনের অ্যাডমিট কার্ড দেওয়া

২০০০ টাকা বদলানো যাবে পোস্ট অফিসে : রিজার্ভ ব্যাঙ্ক

বিলকিস মামলায় ঐতিহাসিক রায়

ছেড়েছিল বিজেপি ফের ঘাড় ধরে জেলে পাঠাল সুপ্রিম কোর্ট

প্রতিবেদন : বিলকিস বানো মামলায় মুখ পুড়ল বিজেপির। মুখ পুড়ল মোদির গুজরাতেরও। সুপ্রিম কোর্টের রায়ে খারিজ হয়ে গেল ১১ ধর্ষক ও হত্যাকারীর জামিন। ফের তাদের জেলে যেতে হবে। এই রায় বিজেপির কাছে এক বিরাট ধাক্কা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই রায়কে স্বাগত জানিয়েছেন। গঙ্গাসাগরে দাঁড়িয়ে তিনি বলেন, শীর্ষ আদালত যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাতে আমি খুশি।

গুজরাত দাঙ্গার সময় বিলকিস বানো গণধর্ষণের শিকার হয়েছিলেন। এবং তাঁর ৩ বছরের মেয়ে-সহ পরিবারের সাত সদস্যকে হত্যা করা হয়। ধর্ষণের সময় বানো পাঁচ মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। এই ঘটনায় ১১ জন গোধরা সাব-জেলে যাবজ্জীবন সাজা ভোগ করছিল। ২০২২ সালের ১৫ অগাস্ট দোষীরা কারাগার থেকে মুক্তি পায়। কিন্তু সেই ১১ জন ধর্ষককে ফের জেলে যেতে হবে, নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের।

সোমবার বিলকিস গণধর্ষণ মামলায় সুপ্রিম কোর্ট যে রায় দিয়েছে, তাতে প্রমাণ হয়ে গেল গুজরাত সরকার ১১ জনকে যে মুক্তি দিয়েছিল তা সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃত এবং ভুল সিদ্ধান্ত। **(এরপর ১২ পাতায়)**

■ গঙ্গাসাগরে কপিলমুনির আশ্রমে পুজো দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার।

যোগ্যদের ৬০ বছরে বিদায় দিই না, অভিজ্ঞতা কাজে লাগাই

গঙ্গাসাগরে ৭০০ কোটির প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাসে মুখ্যমন্ত্রী

প্রতিবেদন : সোমবার গঙ্গাসাগর থেকে প্রায় ৭০০ কোটি টাকার প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সাগরমেলা ও মকরসংক্রান্তির পুণ্যস্নানের আয়োজন সরেজমিনে দেখতে ঝটিকা সফরে সোমবার গঙ্গাসাগর পৌঁছেছেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখান থেকেই গঙ্গা সেতু ও নামখানায় আরও একটি সেতুর উদ্বোধন করেন। এর ফলে প্রায় ৮০ হাজার মানুষ উপকৃত হবেন। গঙ্গা সেতু তৈরিতে খরচ হয়েছে ৭ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা। এছাড়াও গঙ্গাসাগর ও তার আশপাশের এলাকাকে নিয়ে ৪৩ কোটি ২০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি জলপ্রকল্পের উদ্বোধন করেন। যার জেরে ঘোড়ামারা-সহ একাধিক অঞ্চলের মানুষ উপকৃত হবেন। এছাড়াও সাগরে ৬১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার প্রকল্পের শিলান্যাস করেন মুখ্যমন্ত্রী। গঙ্গাসাগরে আসা পুণ্যার্থী ও অন্যদের জন্য ৫ লক্ষ টাকার বিমার ব্যবস্থাও করেছে রাজ্য সরকার।

এদিন গঙ্গাসাগর পৌঁছে কপিলমুনির আশ্রমে পুজো দেন। পুরোহিতদের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ সময় কাটান। **(এরপর ১২ পাতায়)**

আজ জয়নগরে

■ আজ মঙ্গলবার জয়নগরে সরকারি প্রকল্পের উদ্বোধন ও পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জয়নগরের বহড়ু হাইস্কুলের মাঠে মুখ্যমন্ত্রীর সভা। গঙ্গাসাগর থেকে সরাসরি জয়নগরের যাবেন মুখ্যমন্ত্রী। দীর্ঘদিন বাদে জয়নগরে সভা, তাই উৎসাহ তুঙ্গে।

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

আকাশ-২

আকাশ তুমি কি লুণ্ঠিত?
আতঙ্কের শঙ্কায় শঙ্কিত?
চেহারায় তোমার ধূসর ছাপ
ধ্বংসলীলায় তুমি অর্বাচীন
সন্ত্রাসব্রত নিয়ে এলো বিস্ময়
জর্জর হৃদয়-প্রান্ত হল অন্বয়।
চোখ দুটো হলো ঝাপসা
তাকিয়ে দেখি আকাশ উদ্ভ্রান্ত
মেঘ মল্লার সবই ক্লান্ত।
কোথায় নক্ষত্রের মালা
ধ্বংস বাজলো আকাশচুম্বী
চুম্বন করলো বিশ্বর বহুতলা।
হাজার হাজার কর্মপ্রাণ
হঠাৎ চিৎকার সব শুনশান
মানুষের চিতা এখন কিংবদন্তি
কল্পনার আসি এখন মাসি
শান্ত আকাশ বুক চাপড়ায়
ধূলিকণা তার নক্ষত্র!
মেঘ নয়, প্লেন-পাখির ধোঁয়ায়
বিষাক্ত আকাশ-দূষণ,
আকাশ-আকাশকে চেনে না এখন।

আইনশৃঙ্খলায় দেশের নিরাপদ শহর কলকাতা

প্রতিবেদন : বাংলার আইনশৃঙ্খলা নিয়ে প্রশ্ন তোলে কেউ কেউ। অনেকে বাংলার আইনশৃঙ্খলা নিয়ে কুকথা বলে। কিন্তু বাংলার আইনশৃঙ্খলা নিয়ে প্রশ্ন তোলার কোনও জায়গা নেই। কারণ কলকাতা হল বেস্ট সিটি। কলকাতা নিরাপত্তায় দেশ-সেরা হয়েছে। শ্রীরামপুর থানাও দেশের সেরা। কেন্দ্রীয় রিপোর্ট তুলে ধরেই বিরোধীদের দাবি নস্যাৎ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একইসঙ্গে তিনি এদিন স্টুডেন্টস ইন্টার্নশিপ স্কিম ও যোগ্যশ্রী প্রকল্পের সূচনা করেন। স্টুডেন্টস ইন্টার্নশিপ স্কিমে বিভিন্ন সরকারি দফতরে শিক্ষানবিশ হিসেবে কাজ করার সুযোগ পাবেন কলেজ বা ইউনিভার্সিটির পড়ুয়ারা। আর 'যোগ্যশ্রী' প্রকল্পে তফসিলি জাতি ও উপজাতিভুক্ত পড়ুয়ারা সরকারি চাকরির পরীক্ষা থেকে শুরু করে ডাক্তারি ও নিটের প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন।

কেন্দ্রের রিপোর্ট তুলে বিরোধীদের মুখে ঝামা

সোমবার ধনধান্য-র সভামঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমাকে কেউ দশটা গালি দিক আমার গায়ে লাগে না। তবে বাংলাকে গালি দিলে আমার গায়ে লাগে। বাংলাকে কেউ নীচু করলে আমার আপত্তি আছে। কেননা, বাংলা আইনশৃঙ্খলা-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেশের অন্য রাজ্যের থেকে এগিয়ে। কলকাতা মহিলা নিরাপত্তায় দেশের সেরা। এদিনই কলকাতা পুলিশের অন্তর্গত ভাঙড় ডিভিশনের পোলের হাট, কাশীপুর, চন্দনেশ্বর, ভাঙড় থানার নতুন ভবন ও ভাঙড় ট্রাফিক গার্ডের অফিস উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। **(এরপর ১০ পাতায়)**

■ কৃতী পড়ুয়াকে পুরস্কৃত করছেন মুখ্যমন্ত্রী।

এক্তিয়ার ছাড়িয়ে যাচ্ছেন বিচারপতি, তোপ কুণালের

■ সীমা ছাড়াচ্ছেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। তোপ দাগলেন কুণাল ঘোষ। সোমবার বিচারপতি তৃণমূল সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেককে আক্রমণ করেন। সাংবাদিকদের কুণাল বলেন, পুরোপুরি সিপিএম-সহ বিরোধীদের কথা বলছেন বিচারপতি। এই চেয়ারে বসে এই রাজনীতি করা উচিত নয়। অভিষেক একজন সাংসদ। হলফনামায় তাঁর সম্পত্তির ঘোষণা রয়েছে। **(এরপর ১০ পাতায়)**

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

তারিখ অভিধান

১৯২৭

সুন্দরলাল বহুগুণা (১৯২৭-২০২১)

এদিন জন্মগ্রহণ করেন। চিপকো আন্দোলনের স্লোগান ছিল ‘হোয়াট ডু দ্য ফরেস্ট বিয়ার? সয়েল, ওয়াটার অ্যান্ড পিওর এয়ার’। চণ্ডীপ্রসাদ ভট্টর গড়ে তোলা সেই চিপকো আন্দোলন বহুগুণার নামের সঙ্গেই সমার্থক হয়ে ওঠে। মহাত্মা গান্ধী ছিলেন তাঁর জীবনের অনুপ্রেরণা। চিপকো আন্দোলন থেকে গড়ে ওঠা আর একটা স্লোগান, ‘ইকোলজি ইজ পার্মানেন্ট ইকনমি’, বহুগুণার স্বতন্ত্র অবদান। ১৯৮১-তে পদ্মশ্রী পুরস্কার গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন । ২০০৯-এ অবশ্য পদ্মভূষণ পুরস্কার গ্রহণ করেন।

২০০৪

সুবিনয় রায় (১৯২১-২০০৪)

এদিন শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী। তাঁর গাওয়া রবীন্দ্রনাথের গান ‘জলের ঢেউয়ের তরল তান তুলে’ মনের ‘ভিতরদেশটাকে’ ছুঁয়ে যায় বলে মনে করতেন কবি শঙ্খ ঘোষ।

রামকৃষ্ণ রায় (১৯১৩-১৯৩৪) এদিন মেদিনীপুর জেলার খড়্গপুর থানার জকপুরের বিখ্যাত রায় বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। ছোট থেকেই পরের উপকারে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। গান্ধী বা নেতাজি মেদিনীপুর এলে তিনি কর্মব্যস্ত। জেলাশাসক বার্জ খুনের চক্রান্তের নেতা হিসেবে ফাঁসি হয় রামকৃষ্ণ রায়ের।

১৯২৩

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪২-১৯২৩) এদিন পরলোক গমন করেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সারদা দেবীর দ্বিতীয় পুত্র, রবীন্দ্রনাথের মেজো দাদা। তিনিই প্রথম ভারতীয়, যিনি (১৮৬৩ সালে) ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস (আইসিএস) পরীক্ষায় সফল হয়েছিলেন।

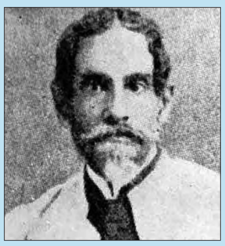

হরগোবিন্দ খুরানা (১৯২২-২০১১) এদিন অবিভক্ত ভারতের পাঞ্জাবে জন্মগ্রহণ করেন। ভারতীয় বংশোদ্ভূত এই নোবেলজয়ী বায়োকেমিস্ট। প্রথম সিন্থেটিক জিন তৈরির কৃতিত্বের অধিকারী এই বিজ্ঞানী। ১৯৫২ থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করার সময় থেকেই ডিএনএ নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়, লিভারপুল বিশ্ববিদ্যালয় ও কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর কৃতিত্বের ছাপ রেখেছেন তিনি। ১৯৬৮ সালে মার্শাল ডব্লিউ নিরেনবার্গ ও রবার্ট ডব্লিউ হোলির সঙ্গে ফিজিওলজি ও মেডিসিনে নোবেল পান খুরানা। ১৯৬৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল মেডেল অব সায়েন্স পান তিনি। এর দু’বছর পর ১৯৬৮ সালে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের লুইসা গ্রস হরউতজ পুরস্কার জেতেন খুরানা।

১৯১৫

মহাত্মা গান্ধী

এদিন দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে ফিরে আসেন। যুদ্ধের সময় ব্রিটিশদের সহায়তা করার জন্য ব্রিটিশ সরকার তাঁকে কাইজার-ই-হিন্দ স্বর্ণপদক প্রদান করে। এর পর মে মাসে আমেদাবাদ সবরমতী নদীর তীরে সত্যাগ্রহ আশ্রম স্থাপন করেন।

১৯৪৪

গোপেশ্বর পাল ওরফে জি পাল

(১৮৯২-১৯৪৪) এদিন প্রয়াত হন। কুমোরের ঘরে জন্মেও অন্য ছাঁদের ভাবনার জন্য নিজের মামাদের চক্ষুশূল তিনি। চিরকেলে পুতুল-শিল্পের আঙ্গিক থেকে পা বাড়িয়ে সেই তরুণ বয়সেই মাটির তালকে জীবন্ত করে তোলাই ধ্যানজ্ঞান করেছেন। প্রথম একচালা ভেঙে দুর্গা ও তাঁর ছেলেমেয়েদের আলাদা প্রতিমা গড়া শুরু করেন তিনিই। জি পালের রামকৃষ্ণ বেলুড় মঠের মন্দিরে রয়েছেন।

১৮৮৪

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় (১৮৮৪-১৯৬৬) এদিন ইছাপুরে জন্মগ্রহণ করেন। খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও আইনজীবী। রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী সুচিত্রা মিত্র তাঁর মেয়ে। তিনি অনর্গল রায়, অপ্রকাশ গুপ্ত, বৈকুণ্ঠ শর্মা, সত্যব্রত শর্মা প্রভৃতি ছদ্মনাম ব্যবহার করতেন।

পার্টির কর্মসূচি

সোমবার সকালে নকশালবাড়ি ব্লক ২-এর মাঞ্ঝা চা-বাগানের আইএনটিটিইউসি অনুমোদিত তৃণমূল চা-বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে পাট্টা, পিএফ ও গ্র্যাচুইটি-সহ অন্যান্য সমস্যা নিয়ে মিটিং হয়। উপস্থিত ছিলেন আইএনটিটিইউসির জেলা সভাপতি নির্জল দে, ইউনিট সভাপতি বাবলু সাঁওতাল, সম্পাদক পুকার জন টোপ্পো-সহ অন্যরা।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-৮৯৮

■	■	■	১		২		৩
■	৪			■		■	
■	■	■		■		■	
৫				■	■	■	
	■	■	■	৬			
	■	৭	■		■	■	■
	■		■	৮			■
৯					■	■	■

পাশাপাশি : ১. সাদা ও কালো রঙের ৪. শক্তি, সামর্থ্য ৫. সহজাত ৬. সরু পথ ৮. স্বত্ব, অধিকার ৯. দেবতরুবিশেষ।

উপর-নিচ : ১. যাওয়া-আসা ২. সত্য, প্রকৃত ৩. বাইজি ৫. প্রবল জলধারা ৬. প্রশংসনীয় কর্ম বা কৃতি, কীর্তি ৭. ব্যয়।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ৮৯৭ : পাশাপাশি : ২ চিকুরজাল, ৫ শংকর, ৬ দীক্ষিত, ৭ মহাজন, ৯ কর্ণপাত, ১২ পশ্চিম, ১৩ জোরজার, ১৪ খরিদদার। **উপরনিচ :** ১ বেশরম, ২ চিরদীন, ৩ রজতবর্ণ, ৪ লক্ষণ, ৮ জনাপবাদ, ৯ কমজোর, ১০ তদারকি, ১১ নিরিখ।

৮ জানুয়ারি কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৬২৭৫০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৬৩০৫০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৫৯৯৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	৭১৯০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	৭২০০০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৮৪.৫১	৮২.৮১
ইউরো	৯২.২৪	৯০.৬১
পাউন্ড	১০৬.৯৮	১০৫.২৭

নজরকাড়া ইনস্টা

■ প্রসেনজিৎ— সুপ্রিয়াদেবী স্মরণে

■ কাজল

সম্পাদক : সুখেন্দুশেখর রায়

• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও’ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও সরস্বতী প্রিন্ট ফ্যাক্টরি প্রাইভেট লিমিটেড ৭৮৯, চৌভাগা ওয়েস্ট, চায়না মন্দিরের কাছে, কলকাতা ৭০০ ১০৫ থেকে মুদ্রিত।

সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SUKHENDU SEKHAR RAY

Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Saraswati Print Factory Pvt. Ltd. 789 Chowbhaga West, near China Mandir, Kolkata 700 105 Regd. No. WBBEN / 2004/14087 • Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21

City Office : 234/3A , A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার শহর
9 January, 2024 • Tuesday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

যোগ্যশ্রী অনুষ্ঠান ও গঙ্গাসাগরে মুখ্যমন্ত্রী

সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
9 January, 2024 • Tuesday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

প্রশ্ন হবে না?

ঝুলি থেকে বেরিয়ে এল বিড়াল। সন্দেশখালিতে ইডির অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর রাজকুমার রাম তল্লাশিতে গিয়ে আহত হয়েছেন। তৃণমূল কংগ্রেস তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছে। কিন্তু নথি ঘাঁটতে গিয়ে বিস্ফোরক তথ্য বেরিয়ে এসেছে। কী সেই তথ্য? তথ্য বলছে ইডির এই আধিকারিকের বিরুদ্ধে এফআইআর করেছে আর এক তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। কেন? আয়-বহির্ভূত সম্পত্তি তাঁর কাছ থেকে পাওয়া গিয়েছে। কয়েক লক্ষ টাকার সম্পত্তি কয়েক বছরে কোটি পেরিয়েছে। তাই রাজকুমার রামের বিরুদ্ধে চলছে সিবিআই তদন্ত। সেই রাজকুমার যাচ্ছেন দুর্নীতির অভিযোগে তদন্তে! এ কোন দেশীয় বিচার! যিনি নিজেই দুর্নীতিতে অভিযুক্ত, তিনি কিনা যাচ্ছেন অন্যের দুর্নীতির তদন্তে? কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে তদন্তকারী সংস্থার বিশ্বাসযোগ্যতা? দশ বছরের রাজত্বে তদন্তকারী সংস্থাগুলিকে গলায় বাঁধা সারমেয়র ভূমিকায় নামিয়ে এনেছে বিজেপি। মূলত বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলিকে রাজনৈতিকভাবে শায়েস্তা করতে না পেরে পিছনের দরজা দিয়ে ঢুকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করে বাগে আনার চেষ্টা। আর তার হাতিয়ার এই এজেন্সিগুলি। এ-রাজ্যে বিধায়ক কেনাবেচা করে বিধায়ক ভাঙাতে ব্যর্থ হয়েছে বিজেপি। ২০২১-এর পর থেকে সব ক'টি নির্বাচনে গোহারা হেরেছে। এবার আসছে লোকসভা নির্বাচন। এখন তাই দাঁত-নখ বের করে ফেলেছে বিজেপি। কিন্তু যাদের হাতে তদন্তের ভার, তারাই দুর্নীতির পাঁকে নিমজ্জমান। তারপরেও বিজেপি এক শ্রেণির মিডিয়ার সাহায্য নিয়ে কুম্ভীরাশ্রু ফেলে চলেছে। এর প্রতিবাদ হবে না? এর বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলা হবে না? বাংলার গদ্দার বলে পরিচিত সেই দলবদলু যে সারদা-নারদায় অভিযুক্ত তাকে এ-নিয়ে প্রশ্ন করা হবে না? নাকি প্রশ্ন করাও ভুলে গিয়েছে এক শ্রেণির মিডিয়া? নাকি পুরোটাই সুযোগ বুঝে ঘোলা জলে মাছ ধরার চেষ্টা? তৃণমূল কংগ্রেস মানুষের দরবারেই এই বিচার চাইবে। মানুষই শেষ বিচার করবেন।

e-mail থেকে চিঠি

মিথ্যে প্রচারের ঢক্কানিনাদ, মানব কেন?

২৮টি রাজ্য। ৮টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল। ৩০ কোটির বেশি পরিবার। এই হল ভারতের রাজকোষের প্রতিটি টাকার উৎস। তাদের আয়-সম্পদেই সমৃদ্ধ দিল্লির কোষাগার। কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিবছর যে বিপুল অঙ্কের বাজেট রচনা করে তা এটারই ভরসায়। দিল্লীশ্বরের নিজের কিছুই নেই। মোদি সরকার বরাবরই নিজেকে প্রভু এবং রাজ্যগুলিকে তার আজ্ঞাবহ প্রজা ভাবতে অভ্যস্ত। রাজ্যে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত নির্বাচিত সরকারগুলির গুরুত্ব বাস্তবে স্বীকারই করে না তারা। দিল্লি এটা মানতে চায় না যে, দেশের উন্নয়নের প্রতিটি ক্ষেত্রে আসলে রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির ভূমিকাই আসল। বিশ্ব ব্যাঙ্ক, আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার (আইএমএফ), এশীয় উন্নয়ন ব্যাঙ্ক (এডিবি), রাষ্ট্রসঙ্ঘ প্রভৃতি আন্তর্জাতিক সংস্থা ভারতের উন্নয়ন সম্ভাবনা নিয়ে মাঝেমধ্যেই ভাল ভাল কথা বলে। আর অমনি গর্ব করতে থাকেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি স্বয়ং। তাঁর সরকারের অন্য মন্ত্রী থেকে দলের নানা মাপের নেতারাও দিতে থাকেন তাঁর নামে জয়ধ্বনি। ব্রিটেনকে হারিয়ে ভারত বিশ্বের পঞ্চম বৃহৎ অর্থনীতির তকমা পেতেই মোদি ঘোষণা করে দেন, তাঁর নেতৃত্বে দেশ শীঘ্রই তৃতীয় বৃহৎ অর্থনীতি হয়ে উঠবে। 'উন্নয়নশীল (ডেভেলপিং)' ভারত তাঁরই নেতৃত্বে 'নিম্ন-মধ্য আয়ের (লোয়ার-মিডল ইনকাম)' দেশের শ্রেণিতে উন্নীত হয়েছে। দেশবাসীকে এই প্রচারের জোয়ারে ভাসিয়েই মোদি বিশ্বাস করাতে চান যে, স্বাধীনতার শতবর্ষ পূর্তির আগেই 'উন্নত (ডেভেলপড)' বিশ্বের পঙক্তিতে গিয়ে বসবে ভারত। লোকসভা ভোটের নিঃশ্বাস ঘাড়ের কাছে যত বেশি করে পড়ছে, একবগ্গা প্রচার তত ডালপালা মেলছে চতুর্দিকে। দেশ জুড়ে বিভিন্ন মিডিয়ায় বিজ্ঞাপন, রাস্তাঘাটে পোস্টার-ব্যানার প্রভৃতি এখন মোদিময়! বিনামূল্যে রেশন, গৃহ, চিকিৎসা পরিষেবা, কৃষক ভাতা, শস্যবিমা, পরিস্রুত পানীয় জল, বিদ্যুৎ, রান্নার গ্যাসের উজ্জ্বলা যোজনা-সহ জনকল্যাণের যেদিকেই তাকানো যায়, শুধুই মোদি সরকারের অবদানের সাতকাহন। এই প্রচারে যিনি বিশ্বাস করবেন, তাঁর মনে হবে যে— সবই মোদি করছেন, 'মোদি হ্যায় তো মুমকিন হ্যায়'— রাজ্য সরকারগুলিকে কিছুই করতে হচ্ছে না!

— সোমনাথ শী, সিঙ্গুর, হুগলি

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
editorial@jagobangla.in

বিরোধী পক্ষ চায় না বিজেপি

বিরোধীশূন্য অগণতান্ত্রিক আবহ কায়েম করতে চাইছে বিজেপি। চক্ষুলজ্জার আগলটুকুও আর রাখছে না, নয়া ভারতের নামে বিরোধী কণ্ঠস্বরহীন একপাক্ষিক শাসনতন্ত্র কায়েম করতে চাইছে তারা। এই ভয়ঙ্কর প্রবণতার মুখোশ টেনে ছিঁড়লেন **সাগ্নিক গঙ্গোপাধ্যায়**

বিরোধীশূন্য সংসদ মোদি-শাহের ভারি পছন্দ। তবে বিরোধী সাংসদরা যদি দেখতে, শুনতে এবং কথা বলতে না পারেন, তবে সেরকম সাংসদদের বিরোধী আসনে দেখতে চায় বিজেপি। শুধু শাসক দল বিজেপি নয়, আশ্চর্যের কথা, লোকসভায় অধ্যক্ষ এবং রাজ্যসভায় উপরাষ্ট্রপতিও এমন প্রবণতাকেই উৎসাহিত করছেন। লক্ষ্য করার বিষয়, রাজ্যসভার মেয়াদ ফুরোতে বসল, অথচ রাজ্যসভায় কোনও ডেপুটি চেয়ার পার্সন নিয়োগের সামান্যতম চেষ্টাও করল না বিজেপি। এই কক্ষে ধনখড় সাহেব নিশ্চিন্তে এবং নির্বিবাদে বর্তমান শাসক দলকে মদত দিয়ে গেলেন। নতুন সংসদ ভবনে সংসদ টিভিতে সম্প্রচারের ক্যামেরা কেবল শাসকদলের সাংসদদের দিকে মুখ করে বসানো হয়েছে, ফলত, যবে থেকে এই নতুন ভবনে অধিবেশন বসছে, তবে থেকে সংসদ টিভিতে কোনও বিরোধী পক্ষের সাংসদকে একবারের জন্য বক্তব্য রাখতে দেখা যায়নি। বলা বাহুল্য, শুধু রাজতন্ত্রের ক্ষেত্রেই এরকমটা দেখা যায়। সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নয়।

আসলে তৃণমূল কংগ্রেসের মতো বিরোধী দলগুলি ছাড়া আর কেউ মোদি শিবিরকে চ্যালেঞ্জ জানানোর জায়গায় নেই। সংবাদ মাধ্যম তো সরকারের কাজকর্ম নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে প্রশ্ন করার এবং অন্যান্য মন্ত্রীদের কার্যকলাপ নিয়ে, ভুল নিয়ে কোনও কিছু জিজ্ঞাসা করার অধিকার হারিয়েছে। তথ্যাধিকার (রাইট টু ইনফরমেশন), বিচারবিভাগ এমনকী আমলাতন্ত্রকেও দরকারে পাশে পাচ্ছেন না জনগণ। সুতরাং, জনগণের হয়ে আওয়াজ তোলার, তাদের দাবিদাওয়া তুলে ধরার, সেগুলো নিয়ে সরব হওয়ার জন্য পড়ে রইল একটাই বিকল্প তৃণমূল কংগ্রেসের মতো বিরোধী দল। নওজোয়ানদের আগামী, কৃষিজীবীদের উপার্জন, দলিতদের আত্মসম্মান, তাঁদের জমি জঙ্গল ভাষার নিরাপত্তা, এসব নিয়ে কথা বলার দায়িত্ব পুরোটাই তৃণমূল কংগ্রেসের কাঁধে। এমতাবস্থায় ১৪৬ বিরোধী সাংসদকে বহিষ্কারের ঘটনা যদি আবার ঘটে তাহলে সেটা আর যাই হোক, ভারতের ভবিষ্যতের জন্য ইতিবাচক কিছু হবে না। এটা বোঝার জন্য রকেট সায়েন্স কিংবা রাজনীতি-বিজ্ঞান— কোনওটা জানারই দরকার নেই। ভারতের সংবিধান, ভারতে গণতন্ত্র বাঁচানোর জন্য বিরোধী পক্ষের আবশ্যকতা এর আগে এতটা অনুভূত হয়নি।

সংসদীয় গণতন্ত্র মানে কী? খুব সোজা করে বললে, শাসন বিভাগ সংসদের প্রতি দায়বদ্ধ থাকবে, সরকার সংসদের প্রতি দায়বদ্ধ থাকবে। এটাই সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মূল কথা। একই সঙ্গে এটাও প্রত্যাশিত যে সাংসদরা জনগণের প্রতি, তাঁদের নির্বাচকমণ্ডলীর প্রতি দায়বদ্ধ থাকবেন। সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আশা করা হয় যে, এবং সে আশা বহুকালাগত পরম্পরা অনুসারী, যে সংবাদমাধ্যম আর সংসদ তাল মিলিয়ে চলবে। সংসদের কথা, সংসদে ওঠা আওয়াজ, সংবাদমাধ্যমে প্রতিবিম্বিত হবে। সেসব এখন হচ্ছেটা কোথায়? আগে শুনেছিলাম এবং সেইমতো জেনেছিলাম, সংসদের কাজ মসৃণভাবে চালানোর দায় সরকারের। এখন দেখছি এবং বুঝছি, এই সরকারের সাফ কথা, বিরোধী পক্ষ যদি আমাদের অনুগমন করে, তবে সংসদ চলতে দেব। নইলে সে গুড়ে বালি। আমরাই দায়িত্ব নিয়ে সংসদ বন্ধ করে দেব। এহ বাহ্য! এই প্রথম সংসদ দেখছে, স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী সংসদের অধিবেশন এড়িয়ে চলেন। যদি প্রশ্নগুলো অনুত্তরিত থাকে, যদি কমিটিগুলো অকেজো হয়ে পড়ে, যদি বিলগুলো খুঁটিয়ে দেখার সুযোগ না পায় পার্লামেন্টের স্ট্যান্ডিং কমিটি কিংবা জয়েন্ট কমিটিগুলো, তবে আর সংসদীয় গণতন্ত্র বহাল রেখে লাভটা কী?

এই যে রামমন্দির নিয়ে রাজনৈতিক হুল্লোড়বাজির আভাস পাওয়া যাচ্ছে, সেটা কি আদৌ সমর্থনযোগ্য? এটা তাঁদের গভীর বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন। কিন্তু একটা বিশেষ মন্দির কিংবা একজন বিশেষ দেবতাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক পর্যায়ে একটা বিশেষ ভাবাবেগে উসকানি দেওয়া, সেটা মেনে নেওয়া যায়? রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মীয় ভাবাবেগ নিয়ে এরকম প্রয়াস কি কোনও যুক্তিনিষ্ঠ মানুষের কাছে সমর্থনযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে? কিন্তু সেটাই হচ্ছে। মোদি-শাহরা খুল্লাম খুল্লা রাজনীতির সঙ্গে ধর্মকে মিশিয়ে দিচ্ছেন। আর এসব নিয়ে বিরোধী পক্ষ সরকারকে জিজ্ঞাসা করার সুযোগ পায় না, কারণ সরকার পক্ষের মুখ্য নেতা প্রধানমন্ত্রী সংসদ এড়িয়ে চলেন। সুযোগ পায় না সংবাদমাধ্যমও। কারণ প্রধানমন্ত্রী গত ১০ বছরে একটাও সাংবাদিক বৈঠক করেননি।

রামমন্দিরের উদ্বোধন হবে ২২ জানুয়ারি। তার আগে 'হাইপ' তোলার জন্য বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে ৪ জানুয়ারি থেকে পুজো ইত্যাদি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর যেখানে বিজেপি রাজ্য সরকারে নেই, সেখানেও চলবে এই হুল্লোড়, ভক্তিহীন আদিখ্যেতা। লক্ষ্য একটাই। ধর্মের রাজনীতিকরণ এবং সেই সূত্রে ভোট ব্যাঙ্কটাকে পুষ্ট করা।

৩৫ কোটি মানুষ, কমপক্ষে ৩৫ কোটি ভারতীয় নাগরিকের সংসদে কোনও প্রতিনিধিত্ব নেই। ন্যায় সংহিতার নামে কী রকম ক্রিমিনাল বিল পাশ হয়ে গেল বিরোধীশূন্য সংসদে। অনেক সাংসদেরই অভিযোগ, বিলের ভাষা সংস্কৃত ঘেঁষা হওয়ায় তাঁরা সেটা চট করে বুঝে উঠতে পারেননি। বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতের সাংসদদের ক্ষেত্রে এটা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। বিলে ১০০০টা বিধান ছিল। সেগুলো পড়ে বুঝে ওঠার সুযোগ পাননি বিরোধী সংসদরা।

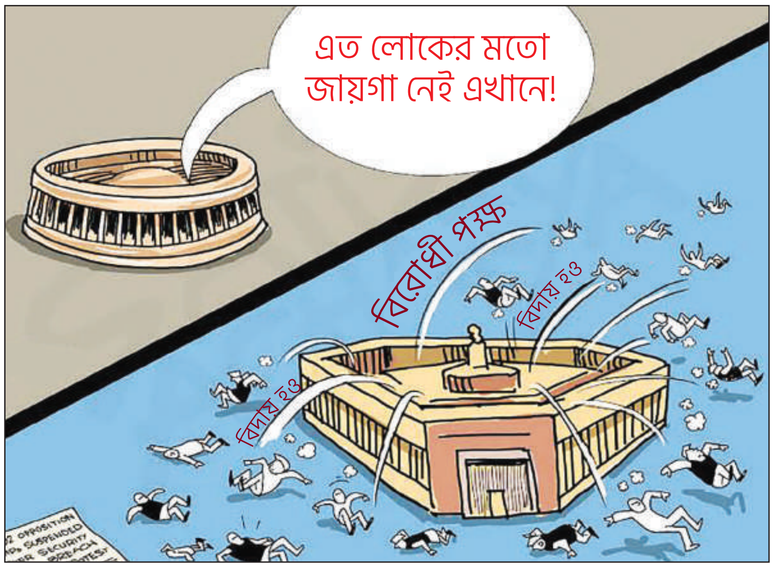

চিরকাল দেখে এসেছি বিরোধী পক্ষের সাংসদরা প্রতিবাদে গলা ফাটানোর জন্য সংসদের কাজকর্ম বন্ধ করে দেন। এখন দেখছি, শাসক দলের সাংসদরা বিরোধী কণ্ঠস্বর রুদ্ধ করার অভিপ্রায়ে সংসদ অচল করার পন্থা নিচ্ছেন।

অন্তিমে একটা সামান্য জিজ্ঞাসা। মোদি-শাহদের উদ্দেশ্যে?

সংসদে রং বোমা কাণ্ড ঘটিয়েছে যে দুষ্কৃতীরা তারা ধর্ম পরিচয়ে হিন্দু এবং তাদের প্রবেশপত্র দিয়েছিলেন একজন বিজেপি সাংসদ।

যদি এই অবাঞ্ছিত প্রবেশকারীরা ধর্ম পরিচয়ে মুসমান হতেন আর তাদের ঢোকার পাশ দিতেন কোনও বিরোধী দলের সাংসদ, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে ইউএপিএ প্রয়োগ করা হত না?

উত্তরটা জানাবেন, প্লিজ।

রাজ্য

শিক্ষানবিশ হিসেবে সরকারি দফতরে কাজের সুযোগ পড়ুয়াদের

কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে অভিনব পদক্ষেপ

প্রতিবেদন : কর্মসংস্থান নিয়ে অভিনব পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার ধনধান্য স্টেডিয়াম থেকে স্টুডেন্টস ইন্টার্নশিপ স্কিমের ঘোষণা করেন তিনি। এই স্কিমে বিভিন্ন সরকারি দফতরে ইন্টার্নশিপ করার সুযোগ পাবেন কলেজ বা ইউনিভার্সিটির পড়ুয়ারা।

স্টুডেন্টস উইকের সমাপনী অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী জানান, এই বছর থেকে আড়াই হাজার ছাত্রছাত্রীকে এক বছরের জন্য ইন্টার্নশিপ দেওয়া হবে। কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা রাজ্যের সরকারি দফতরে ইন্টার্নশিপ করতে পারবেন। কাজে তাঁরা যোগ্যতা ও দক্ষতা দেখাতে পারলে তাঁদের চাকরি 'রিনিউ' করার কথা ভাববে সরকার। এই সময় ১০ হাজার টাকা করে সাম্মানিক পাবেন তাঁরা। তৃতীয়বার বাংলার মসনদে বসার পর তরুণ প্রজন্মের কর্মসংস্থানে জোর দিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই লক্ষ্যেই আরও এক নয়া পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী চান, ছাত্রাবস্থা থেকেই সরকারি কাজের প্রশিক্ষণ নিতে শিখুক তরুণ প্রজন্ম। প্রশাসনিক পদে চাকরির জন্য তাঁরা তৈরি হোক প্রথম থেকেই। শিক্ষানবীশ হিসেবে এই চাকরি তাঁদের প্রশাসনিক দক্ষতা বাড়িয়ে দেবে। যাঁরা প্রশাসনিক পদের জন্য বিভিন্ন সরকারি চাকরির পরীক্ষা দিচ্ছেন, তাঁদের কাছে মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণা এটা বড় সুযোগ। তাঁরা শিক্ষানবীশ হিসেবে কাজের সুযোগ পেয়ে নিজেদের দক্ষতার পরিচয় রাখতে পারবেন।

হাসিনাকে অভিনন্দন মুখ্যমন্ত্রীর

প্রতিবেদন : বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচনে দুরন্ত জয়ের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আরও একবার ক্ষমতায় ফিরে আসার জন্য জানালেন আন্তরিক শুভেচ্ছা। সোমবার গঙ্গাসাগর মেলায় বঙ্গবন্ধু-কন্যাকে শুভকামনা জানিয়ে তিনি বলেছেন, বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচনে জয়ের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আন্তরিক অভিনন্দন। লক্ষণীয়, শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামি লিগ এবারে অভূতপূর্ব জয় পেয়েছে। ৩০০ আসনের মধ্যে পেয়েছে ২২২টি। ক্ষমতায় ফিরেছে চতুর্থবারের জন্য।

নেতাজি-স্বামীজির বই পাঠ্যক্রমে স্বাগত জানালেন শিক্ষাকর্তারা

মৌসুমি বসাক

নেতাজির আদর্শে অনুপ্রাণিত হওয়ার জন্য বারবার তার লেখা বই পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার ধনধান্য স্টেডিয়ামে যোগ্যশ্রী প্রকল্পের সূচনা করতে গিয়ে ফের একবার সে-কথাই জানালেন তিনি। শিক্ষা দফতরকে পাঠ্যক্রমে স্বামীজির লেখা একটি বই এবং নেতাজির একটি বইকে অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশ দিলেন। আর মুখ্যমন্ত্রীর এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানালেন মধ্যশিক্ষা পর্ষদ সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায় এবং উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য।

এদিন ধনধান্য স্টেডিয়াম থেকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমার জীবনের আদর্শ স্বামীজির বই থেকে তৈরি করেছি। আমি একটা বই লিখেছি। দু-বছর আগে বই বেরিয়েছে। পড়ুয়াদের জানা দরকার। স্বাধীনতা সংগ্রামে অনেকের নাম জানি, অনেকের জানি না। মেয়েদের একটা বড় ভূমিকা ছিল। পঞ্চাশজন মহিলাকে নিয়ে একটা বই লিখেছি। নাম 'মহীয়সী মহিলা'। এডুকেশন ডিপার্টমেন্টকে বলব, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের লেখা 'তরুণের স্বপ্ন' বইটা এডুকেশনে যেন রাখা হয়। এই প্রসঙ্গে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, খুব ভাল প্রস্তাব। বিশেষজ্ঞ কমিটিকে বলব এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে জানাতে। তাঁরা এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিলেই আমাদের তরফে পদক্ষেপ করা হবে। একই সঙ্গে তিনি বলেন, এই ধরনের প্রস্তাব খুবই গঠনমূলক। এই দুটো বই খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং কার্যকরী। এই দুটি বই যোগ হলে তা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সহায়ক হবে।

অপরদিকে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য জানান, স্বাগত জানাই এই ধরনের প্রস্তাবকে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে এ-ধরনের উদ্যোগ দিশা দেখাবে। ইতিমধ্যেই এই নিয়ে সিলেবাসের রিভিউ মিটিংয়ে কথা হয়েছে। নতুন পাঠ্যক্রমে এই দুটি বই যোগ করা হবে।

যোগ্যশ্রী প্রকল্প চালু রাজ্যে

এসসি-এসটিদের প্রশিক্ষণে উদ্যোগী মুখ্যমন্ত্রী

প্রতিবেদন : তফসিলি জাতি এবং উপজাতির ছেলেমেয়েরা যাতে আইআইটির মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উচ্চশিক্ষা নিশ্চিত করতে পারেন, তার জন্য নতুন প্রকল্প চালু করল রাজ্য সরকার। সোমবার কলকাতার ধনধান্য অডিটোরিয়ামে সেই প্রকল্পের সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার নাম দেন যোগ্যশ্রী প্রকল্প। এই প্রকল্পে তপশিলি জাতি ও উপজাতিভুক্ত পড়ুয়ারা সরকারি চাকরির পরীক্ষা থেকে শুরু করে ডাক্তারি ও নিটের প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন।

মুখ্যমন্ত্রী এই প্রকল্পের উদ্বোধন করে বলেন, আগেও আমরা এই উদ্যোগ নিয়েছি। তাতে সাফল্য এসেছে। ২৮৮০ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ২২৫৪ জনই বিভিন্ন টেকনিক্যাল কোর্সে সুযোগ পেয়েছে। আবারও এই প্রকল্পের আওতায় যোগ্যতার প্রমাণ দেবেন রাজ্যের পড়ুয়ারা।

নতুন বছরের প্রথম মাস থেকে একাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের নিয়ে প্রথম ব্যাচ শুরু হবে। চলতি বছরে এই প্রকল্পে ৪ হাজার ৩০০ জন ছাত্র-ছাত্রী সুযোগ পাবেন। বিশেষজ্ঞ সংস্থা নিযুক্ত করে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হবে। এখন থেকে এক বছরের জায়গায় দু'বছর প্রশিক্ষণের সুযোগ পাবেন পড়ুয়ারা। মনে করা হচ্ছে, এই পদক্ষেপে সাফল্যের হার আরও বৃদ্ধি পাবে। একইসঙ্গে, গ্রুপ-সি, গ্রুপ-ডি এবং এই জাতীয় অন্যান্য সরকারি চাকরির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়ারও ব্যবস্থা করছে রাজ্য। আগামী মাস থেকেই ওই কর্মসূচি শুরু হবে। বছরে প্রায় ১৩০০ পড়ুয়া ওই প্রশিক্ষণের সুযোগ পাবেন। ছাত্র-ছাত্রীদের স্বনির্ভর করে গড়ে তুলতে এটি রাজ্য সরকারের প্রয়াস।

কলকাতা পুলিশের ভাঙড় ডিভিশনের আত্মপ্রকাশ

প্রতিবেদন : আত্মপ্রকাশ করল কলকাতা পুলিশের ভাঙড় ডিভিশন। কলকাতার ধনধান্য অডিটোরিয়ামের অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতা পুলিশের এই দশম ডিভিশনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। ঘোষণা হয়েছিল আগেই। সেই ঘোষণা মতো এদিন সরকারিভাবে কলকাতা পুলিশের অন্তর্ভুক্ত হল ভাঙড় ডিভিশন।

এই ডিভিশনের আওতায় রয়েছে আটটি থানা। সেগুলি হচ্ছে হাতিশালা, পোলেরহাট, উত্তর কাশীপুর, বিজয়গঞ্জ বাজার, মাধবপুর, চন্দনেশ্বর, বোদরা ও ভাঙড়। ২০০-রও বেশি পুলিশকর্মীকে দায়িত্ব দেওয়া হল ভাঙড়ের আইনশৃঙ্খলা রক্ষার। এছাড়া ওই ডিভিশনের ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে নতুন ভাঙড় ট্রাফিক গার্ড তৈরি করা হয়েছে। ডিভিশনে দু'জন ডিসি পদমর্যাদার আধিকারিকের অধীনে থাকছেন চারজন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার। প্রত্যেক থানায় থাকছেন ওসি, অতিরিক্ত ওসি, দশজন সাব ইন্সপেক্টর, চারজন মহিলা সাব ইন্সপেক্টর, দু'জন সার্জেন্ট, ১২ জন অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব ইন্সপেক্টর, তিনজন মহিলা এএসআই, ৮০ জন কনস্টেবল, ৩০ জন মহিলা কনস্টেবল, ১২ জন গাড়ি চালক। ভাঙড় ট্রাফিক গার্ডে থাকছেন একজন এসি, দু'জন ইন্সপেক্টর, ১৫ জন সার্জেন্ট, ১৫ জন এএসআই, ১০০ জন কনস্টেবল। কলকাতার নামকরা থানা ও গোয়েন্দা দফতর থেকে বেশ কয়েকজন দাপুটে অফিসারকে ভাঙড়ের দায়িত্বে পাঠানো হয়েছে। তারুণ্যের ওপর গুরুত্ব দিয়ে কলকাতার ৮ জন সফল পুলিশ অফিসারকে ভাঙড় ডিভিশনের ৪টি থানার ওসি ও অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ৪টি থানার পাশাপাশি ভাঙড় ট্রাফিক গার্ডও এদিন থেকেই কাজ শুরু করে দিচ্ছে। এদিনই মুখ্যমন্ত্রী সভামঞ্চ থেকে কলকাতা পুলিশের অন্তর্গত ভাঙড় ডিভিশনের পোলের হাট, কাশীপুর, চন্দনেশ্বর, ভাঙড় থানার নতুন ভবন ও ভাঙড় ট্রাফিক গার্ডের অফিস উদ্বোধন করেন। খেয়াদা ১ ও ২-কেও ভাঙড় ডিভিশনের মধ্যে যুক্ত করার কথা বলেন তিনি।

চারটি থানার নতুন ভবন উদ্বোধন
ট্রাফিক গার্ডের অফিস উদ্বোধন
ভাঙড়ের আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় ২০০ পুলিশকর্মী

মাঝ-আকাশে বিপত্তি। আচমকাই কাজ বন্ধ বিমানের ইঞ্জিনের। বিপদ বুঝে বিমানকে জরুরি অবতরণ করালেন পাইলট। সোমবার বিকেলে এই ঘটনায় চাঞ্চল্য দমদম বিমানবন্দরে

হাতিয়ার নয়া শিক্ষানীতি, রাজ্যের নজরে বিশেষভাবে সক্ষম পড়ুয়ারা

প্রতিটি স্কুলে একজন বিশেষ শিক্ষক নিয়োগ

প্রতিবেদন : বিশেষভাবে সক্ষম পড়ুয়াদের কথা মাথায় রেখে এবার থেকে প্রত্যেকটি স্কুলে অন্তত একজন করে বিশেষ শিক্ষক নিয়োগের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। ওইসব পড়ুয়াদের শিক্ষা দেওয়ার প্রশিক্ষণ আছে এমন ব্যক্তিদেরই ওই পদে নিয়োগ করা হবে। আগামী পাঁচ বছরে সমস্ত স্কুলে এ-ধরনের শিক্ষক নিয়োগ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের নিজস্ব শিক্ষানীতি মেনে এই নিয়োগের উদ্যোগ বলে শিক্ষা দফতর সূত্রে জানা গেছে।

রাজ্য সরকারি ও সরকার পোষিত স্কুলে বিশেষভাবে সক্ষম শিশুদের অনুপাত সঠিক রাখার জন্যও রাজ্যের শিক্ষানীতিতে জোর দেওয়া হয়েছে। এজন্য একটি সার্বিক নীতি তৈরির কথা বলা হয়েছে। যার মাধ্যমে বিশেষ ভাবে সক্ষম পড়ুয়ার সংখ্যা বেশি এমন স্কুল থেকে তাদের সংখ্যা কম এমন স্কুলের মধ্যে

পড়ুয়া ভাগাভাগি করে নেওয়া যায়। তবে কোনওভাবেই যাতে পড়ুয়াদের নিজেদের বাড়ি থেকে এক কিলোমিটারের বেশি দূরত্বের স্কুলে না যেতে হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে তাদের যাতায়াতেরও ব্যবস্থা করবে রাজ্য সরকার।

শিক্ষার অধিকার আইন বলছে, ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত প্রতিটি শিশুর শিক্ষার অধিকার সুনিশ্চিত করতে হবে। তাই আর পাঁচটা সাধারণ শিশুর মতো বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদেরও ভর্তি হতে হচ্ছে সরকারি স্কুলে। রাজ্য সরকার বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে যে ভাবে ছাত্রছাত্রীদের পাশে দাঁড়িয়েছে, অতি-নিন্দুকও তার প্রশংসা না করে পারছেন না। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুরা এই সব সরকারি স্কুলের অন্তর্ভুক্ত হলে তার সুবিধাগুলি পাচ্ছে। কিন্তু শারীরিক ও মানসিক সক্ষমতার অভাব, সামাজিক গ্রহণযোগ্যতার অভাব ও সর্বোপরি সাধারণ শিশুর জন্য তৈরি পাঠ্যক্রমের সঙ্গে এই সব শিশুরা সখ্যতা গড়ে তুলতে পারছে না। দিশেহারা হয়ে পড়ে তারা স্কুল ছাড়ছে। কোনও কোনও স্কুলের দয়া-দাক্ষিণ্যে তাদের নামটুকু অবশ্য স্কুলের খাতায় জ্বলজ্বল করে। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে শিশুকে শিক্ষাঙ্গনে নিয়ে আসা, তা পূরণ হয় না। এই শূন্যস্থান পূরণ করার জন্য নতুন শিক্ষা নীতিকে হাতিয়ার করে মাঠে নামছে রাজ্য সরকার।

■ প্রয়াত অভিনেত্রী সুপ্রিয়াদেবীর ৯১তম জন্মবার্ষিকীতে নবান্নে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করলেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস।

■ ৪৭তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলায় সাংবাদিক বৈঠকে গিল্ড-কর্তা ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায়, সুধাংশুশেখর দে-সহ অন্যরা।

কিউ আর কোডই পথ বাতলে দেবে বইমেলার

প্রতিবেদন: একাধিক চমক দিয়ে শুরু হচ্ছে ৪৭ তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা। এই প্রথম ডিজিটাল গ্রাউন্ড ম্যাপ থাকছে মেলা প্রাঙ্গণে। সোমবার গিল্ডের সভাপতি ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় এমনটাই জানিয়েছেন। পাশাপাশি এবারের বইমেলায় অনেক নতুন কিছু দেখা যাবে। ১৮ জানুয়ারি মেলার উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

গিল্ড সভাপতি জানান, এবার খুব সহজেই মেলায় আসা বইপ্রেমীরা কিউ আর কোড স্ক্যান করে মেলার ডিজিটাল ম্যাপ ও অংশগ্রহণকারীদের তালিকা পেয়ে যাবেন। মেলায় প্রবেশের ন'টি গেটেই লাগানো থাকবে এই কিউ আর কোড। এবারের এই গেটগুলো হচ্ছে লন্ডনের টাওয়ার ব্রিজের আদলে। যদিও এর মধ্যে একটি গেট হবে বেথুন স্কুলের আদলে ও আর একটি গেট হবে বিশ্ববাংলা গেট। গতবারের তুলনায় এবারে বেড়েছে স্টলের সংখ্যা।

লিটল ম্যাগাজিন-সহ মোট ১০০০ স্টল থাকছে। ২৪ জানুয়ারি পালিত হবে সিনিয়র সিটিজেন দিবস 'চিরতরুণ'। পাণ্ডব গোয়েন্দার স্রষ্টা ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়ের নামে তৈরি হবে ছোটদের প্যাভিলিয়ন। এবারের মেলায় ড. রমাপ্রসাদ গোয়েঙ্কা সিইএসসি সৃষ্টি সম্মান প্রদান করা হবে বাণী বসুকে। বইমেলা উপলক্ষে পরিবহণ দপ্তরের তরফে থাকছে অতিরিক্ত বাস, শিয়ালদা থেকে থাকছে বিশেষ মেট্রো যা চলবে ছুটির দিনেও।

অবাঙালি সরকারি আমলাদের বাংলার প্রশিক্ষণ

প্রতিবেদন : অনেকক্ষেত্রেই দেখা যায় রাজ্যের সরকারি অবাঙালি আমলারা ঠিকমতো বাংলা বলতে পারেন না। সেক্ষেত্রে যোগাযোগ চালিয়ে যেতে সমস্যা হয়। তাই এবার এই ধরনের সরকারি উচ্চপদস্থ আমলাদের বাংলা শেখানোর উদ্যোগ নিল নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। এই কমিউনিকেটিভ পাঠ্যক্রমের পোশাকি নাম দেওয়া হয়েছে, 'কমিউনিকেটিভ বেঙ্গলি ফর প্রফেশনাল কোর্স'। এই প্রথম শুধু বাংলা ভাষায় এই ধরনের প্রফেশনাল কোর্স চালু হল। সরকারি অবাঙালি আমলাদের ক্ষেত্রে দেখা যায়, স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে কথোপকথনের সময় অসুবিধার মধ্যে পড়েন তাঁরা।

উদ্যোগী নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

যোগাযোগের অভাব দেখা যায়। সেক্ষেত্রে সমস্যা মেটানোর বদলে উল্টে তা বেড়ে যায়। ফলে সমাধানেও বিলম্ব হয়। তাই এই ধরনের অসুবিধে কাটাতে এবার প্রফেশনাল কোর্স চালু করা হচ্ছে। ফেব্রুয়ারি মাস থেকে সরকারি কর্মীদের জন্য ৯০ ঘণ্টার এই পাঠ্যক্রম চালু হচ্ছে। এই উদ্যোগে নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে স্কুল অফ হিউম্যানিটিজ। জানা গিয়েছে, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিউনিকেটিভ বাংলা পাঠক্রমের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এই পাঠ্যক্রম তৈরি করা হয়েছে। অনলাইন এবং অফলাইন দুই ভাবেই ক্লাস করা যাবে।

নিরপেক্ষ সিআইডি, সুপ্রিম কোর্টে ধাক্কা বিচারপতির স্বামীর

প্রতিবেদন : শীর্ষ আদালতে রীতিমতো ধাক্কা খেলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহার স্বামী প্রতাপ দে। সুপ্রিম কোর্টে সোমবার খারিজ হয়ে গেল তাঁর আবেদন। শীর্ষ আদালত স্পষ্ট জানিয়ে দিল, সিবিআই নয়, তাঁর বিরুদ্ধে আপাতত তদন্ত চালিয়ে যাবে সিআইডি-ই। কারণ, তারা নিরপেক্ষভাবেই দক্ষতার সঙ্গে তদন্ত করছে। সম্পত্তি সংক্রান্ত একটি মামলায় তাঁর বিচারপতি স্ত্রীর ক্ষমতা অপব্যবহারের অভিযোগ তুলে আইনজীবী প্রতাপ দে-র বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন এক বিধবা মহিলা এবং তাঁর মেয়ে। আদালতের নির্দেশে এই মামলার তদন্ত চালিয়ে যায় সিআইডি। বিচারপতির স্বামীকে তলব করেন তদন্তকারী আধিকারিকরা। কিন্তু এই মামলা সিবিআই-এর হাতে তুলে দেওয়ার আর্জি জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে যান বিচারপতির স্বামী। এদিন ছিল সেই মামলার শুনানি। প্রতাপ দে-র আবেদন সরাসরি খারিজ করে দিয়ে সিআইডিকেই তদন্ত চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত। মামলার পরবর্তী শুনানি ১২ জানুয়ারি।

সিবিআইয়ে অভিযুক্ত ইডি কর্তা কেন তল্লাশিতে, প্রশ্ন

■ সোমবার সাংবাদিক বৈঠকে মন্ত্রী পার্থ ভৌমিক ও তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ।

প্রতিবেদন : সন্দেশখালি তদন্তে কী করে গেলেন দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত ইডি অফিসার! প্রশ্ন তুলল দিল তৃণমূল। সিবিআইয়ের খাতায় নাম থাকা ইডি অফিসার রাজকুমার রামের সন্দেশখালি অভিযানে যাওয়া নিয়ে সোমবার তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ বলেন, একজন দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত অফিসার, যাঁর সিবিআইয়ের এফআইআরে নাম রয়েছে, তাঁকে কী করে তদন্তে পাঠানো হল? ইডিকে তার জবাবদিহি করতে হবে।

তৃণমূল মুখপাত্র বলেন, নিজেদের প্রয়োজনে এজেন্সিকে ব্যবহার করছে কেন্দ্রীয় সরকার তথা বিজেপি। ইডি-সিবিআই-এনআইএ-র বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট করে দিয়েছে তারা। কেন্দ্র আগে জবাব দিক, সিবিআইয়ের এফআইআরে নাম থাকা একজন অফিসার কীভাবে তদন্তের কাজে যুক্ত থাকতে পারেন? এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সিবিআইয়ের এফআইআর নেমড গদ্দার অধিকারীকে গ্রেফতার করা হচ্ছে না, আবার সিবিআই-এর এফআইআরে নাম থাকা ইডি অফিসারকে তদন্তে নামাবে, এটা কীভাবে হতে পারে? আসলে ইডি, সিবিআই, এনআইএ বিজেপির শাখা সংগঠন হয়ে গিয়েছে। তাঁর আরও প্রশ্ন, রাজ্যপাল কি ইডির কাছে জানতে চেয়েছেন, রাজকুমার রাম কীভাবে তদন্তে গেলেন? সন্দেশখালির ঘটনা নিয়ে একটা বিকৃত প্রচারের মহল তৈরি হচ্ছে বলে তিনি জানান। তৃণমূল কংগ্রেস দুর্নীতিকে সমর্থন করে না। যদি ন্যায্য তদন্ত হয় হোক। কিন্তু বিজেপি যে ভাষায় কথা বলছে এবং ইডি তাদের কথামতো মানুষের কাছে গিয়ে যেভাবে হাজির হচ্ছেন, তাতে এলাকার মানুষের কাছে একটা ভুল বার্তা যাচ্ছে। প্ররোচনামূলক কথাবার্তা সবার আগে বন্ধ হওয়া দরকার। মন্ত্রী পার্থ ভৌমিক বলেন, কেন্দ্রীয় এজেন্সির উপর মানুষের বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়ে গিয়েছে। এটা ভারতের গণতন্ত্রের পক্ষে মারাত্মক। কেন্দ্রীয় সরকার এটা বুঝতে পারছে না। তিনি বলেন, আইনশৃঙ্খলা দেখে রাজ্য সরকার। রাজ্য প্রশাসনের কেউ জানত না ইডির সন্দেশখালি অভিযানের কথা। তাই এ ঘটনার জন্য সবথেকে বেশি দায়ী ইডি। রাজ্যপাল জানালেন, বিজেপি নেতারা জানালেন, অথচ ইডি যে তদন্তে যাচ্ছে রাজ্য সরকার জানল না!

পশ্চিমি ঝঞ্ঝার জেরে ভোলবদল আবহাওয়ার। মেঘলা আকাশ থাকবে আরও বেশ কিছুদিন। সকালে কুয়াশা। দক্ষিণে সর্বনিম্ন তাপমাত্রাও স্বাভাবিকের উপরে। তবে উত্তরবঙ্গে শীতের স্পেল চলছে

শহর সাজিয়েও বিদ্যুতের খরচে লাগাম কলকাতা পুরসভার

বছরে সাশ্রয় ৫০ কোটি টাকা

দেবনীল সাহা

২০২১ সালের পর থেকে ক্রমশ রঙিন হয়ে উঠছে শহর কলকাতা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে সেই ২০২১ থেকেই ধাপে ধাপে শহরের সৌন্দর্যায়নে উদ্যোগী হয়েছে কলকাতা পুরসভা। শুধুমাত্র উৎসবের দিনই নয়, তিলোত্তমার বিভিন্ন এলাকায় এখন আলোর রোশনাই থাকছে বছরভর। কিন্তু সেই অনুপাতে বিদ্যুতের বিল বাড়ছে কি? একদমই না। শেষ কয়েকবছরে বিদ্যুতের বিলে লাগাম পরানোয় অসামান্য সাফল্য পেয়েছে পুরসভার বিদ্যুৎ বিভাগ। দিনের পর দিন শহরের মানুষকে ঝলমলে কলকাতা উপহার দেওয়ার পাশাপাশি বিদ্যুতের বিলেও কোটি কোটি টাকা বাঁচাচ্ছে পুরসভা। কিন্তু কোন উপায়ে আসছে এই সাফল্য? শহর জুড়ে ধাপে ধাপে হ্যালোজেন লাইটের পরিবর্তে এলইডি আলোর দিকে ঝুঁকছে পুরসভা। আর তাতেই বিদ্যুতের বিল বাড়ার বদলে বছরে কোটি কোটি টাকা বাঁচছে। পুরসভার আলো ও বিদ্যুৎ বিভাগের মেয়র পারিষদ সন্দীপ বক্সি জানালেন, আগে যখন শহর সাজানোর জন্য আমরা হ্যালোজেন আলো ব্যবহার করতাম তখন প্রতিমাসে শুধুমাত্র আলোর জন্যই সিইএসসিকে ১২-১৪ কোটি টাকা দিতে হত। কিন্তু ২০২১ সালে নয়া পুরবোর্ড গঠন হওয়ার পর শহর সাজাতে আমরা হ্যালোজেনের জায়গায় এলইডি আলো ব্যবহার করছি। ফলে এখন শুধু আলোর খরচ হিসেবে প্রতিমাসে পুরসভার খরচ কমে দাঁড়িয়েছে ৮-১০ কোটি টাকা। বছরের শেষে বিদ্যুৎ বিভাগের কোষাগারে ৪০ থেকে ৫০ কোটি টাকা বাঁচছে। গত ২ বছর ধরে এইভাবেই শহরকে আরও ঝলমলে আলোয় সাজিয়ে তোলার পাশাপাশি রীতিমতো সাশ্রয়ীও হয়েছে কলকাতা পুরসভা। সন্দীপ বক্সি আরও জানান, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে ধাপে ধাপে শহরকে আরও ঝলমলে করে তুলছি। তবে বিদ্যুতের খরচটাও মাথায় রাখতে হয়। উৎসবের মরশুমে ধর্মতলা, পার্ক স্ট্রিট-সহ শহরের বিভিন্ন জায়গাকে রঙিন আলোর চাদরে মুড়লেও ক্রমাগত খরচ কমানোর চেষ্টায় থাকে বিদ্যুৎ বিভাগ। তাই এই এলইডি'র ব্যবহার। তবে এখনও শহরের সব জায়গায় হ্যালোজেনের পরিবর্তে এলইডি লাগানো সম্ভব হয়নি। ধাপে ধাপে এই কাজ সারছে কলকাতা পুরসভা।

■ বিধাননগরে কলকাতা বইমেলার অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থার প্রস্তুতি ঘুরে দেখলেন দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু। ছিলেন দমকল দফতরের আধিকারিক ও গিল্ড কর্তারা। — শুভেন্দু চৌধুরী

■ সোমবার কোন্নগর বইমেলায় পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী।

গড়িয়ায় আগুনে পুড়ল ঝুপড়ি

প্রতিবেদন : গড়িয়ার ঢালাই ব্রিজের কাছে ঝুপড়িতে আগুন। সোমবার সকাল ১১টা নাগাদ আগুন লাগে। মুহূর্তের মধ্যে সেই আগুন ভয়াবহ আকার ধারণ করে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের ৫ ইঞ্জিন। দমকলকর্মীদের বেশ কিছুক্ষণের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কোনও হতাহতের খবর নেই। আগুনের তীব্রতা এতটাই ছিল যে ২৫-৩০টি ঝুপড়ি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে সপ্তাহের প্রথম কাজের দিনে আচমকাই আগুন লাগার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। দমকলের প্রাথমিক অনুমান, শর্ট সার্কিটের কারণেই আগুন লেগেছে। তবে কীভাবে ওই ঝুপড়িতে আগুন লাগল তা এখনও স্পষ্ট নয়। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

হাসপাতালে মেয়র

প্রতিবেদন : সোমবার রাতে কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তিকে করা হয়েছে মেয়র তথা পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমকে। জানা গিয়েছে, হঠাৎই কোমরে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। চিকিৎসকরা জানান, একটি ইঞ্জেকশন নেওয়ার জন্য একরাত ভর্তি থাকতে হবে হাসপাতালে। সব ঠিক থাকলে মঙ্গলবারই তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হবে।

সন্দেশখালিতে কড়া অবস্থান ডিজির

প্রতিবেদন : সন্দেশখালিতে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার ওপর হামলার ঘটনায় যুক্তদের বিরুদ্ধে কোনওরকম রেয়াত নয়, স্পষ্ট জানালেন রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার। এই বিষয়ে আইন ভঙ্গকারী ও আইন নিজেদের হাতে তুলে নেওয়া ও দু'পক্ষের বিরুদ্ধেই কড়া বার্তা দেন তিনি। সোমবার গঙ্গাসাগর মেলায় সন্দেশখালির ঘটনায় অভিযুক্তদের নিয়ে এই কড়া বার্তা দেন ডিজিপি রাজীব কুমার। তিনি বলেন, যারা আইন ভেঙেছে এবং যারা আইন নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছে, সবার বিরুদ্ধেই কড়া পদক্ষেপ করা হবে।

নিয়োগ মামলায় পেশ চূড়ান্ত চার্জশিট

প্রতিবেদন : নিয়োগ মামলায় সুপ্রিম কোর্ট আগেই দু'মাসের সময়সীমা বেঁধে দিয়েছিল। আগামিকাল ৯ জানুয়ারি সেই সময়সীমা শেষ হচ্ছে। মঙ্গলবার হাইকোর্টে রিপোর্ট জমা দেওয়ার কথা সিবিআইয়ের। এর আগে সোমবার নিম্ন আদালতে নিয়োগ দুর্নীতির চারটি মামলায় চার্জশিট জমা দিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। এসএসসি ও নবম-দশম নিয়োগ সংক্রান্ত আরসি ২, ৩, ৪ ও ৫— এই চারটি মামলায় আলিপুর বিশেষ আদালতে চার্জশিট জমা দিল সিবিআই। যদিও এটিই চূড়ান্ত চার্জশিট কি না, তা জানা যায়নি।

সাফল্য-উন্নয়নের অ্যাপ্রোচ পেপার কোর কমিটির

■ সোমবার মধ্যমগ্রামে কোর কমিটির বৈঠকে উত্তর ২৪ পরগনার জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব।

সংবাদদাতা, মধ্যমগ্রাম : দলীয় কর্মীদের আরও সুসংগঠিত ও উজ্জীবিত করার বার্তা তৃণমূলের উত্তর ২৪ পরগনার কোর কমিটির বৈঠকে। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই জেলার চারটি সাংগঠনিক জেলার আলাদা আলাদা করে সম্মেলনের আয়োজন করা হবে। 'অ্যাপ্রোচ পেপার' তৈরি করা হবে দলের সাফল্য, উন্নয়ন ও বিজেপির বঞ্চনা, অত্যাচার, দুর্নীতি, কেলেঙ্কারির বিষয়ে। সোমবার উত্তর ২৪ পরগনা জেলার কোর কমিটি বৈঠকে এই দুটি বিষয় সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। গৃহীত হয়েছে প্রস্তাব। জানিয়েছেন তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়। তাঁর কথায়, এই প্রস্তাবগুলি আগামীদিনে উচ্চ নেতৃত্বের অনুমোদন পেলে বাস্তবায়িত করা হবে। এছাড়া বিজেপির মদতে বহু প্রকৃত ভোটারের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার চেষ্টা চলছে। সেক্ষেত্রে জেলা প্রশাসনের কাছে অনুরোধ করা হবে কোনও তদন্ত ছাড়া যেন কারও নাম বাদ দেওয়া না হয়। দেগঙ্গার কর্মিসভায় দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তর ২৪ পরগনা জেলার জন্য তৈরি করে দেওয়া ২০ জনের কোর কমিটির প্রথম বৈঠক হল সোমবার। এদিন দুপুরে মধ্যমগ্রামের বারাসত সাংগঠনিক জেলার কার্যালয়ে এই বৈঠক হয়। যদিও এর আগে জেলার শীর্ষ নেতাদের নিয়ে দুটি রুদ্ধদ্বার বৈঠক হয়েছিল। এদিনের বৈঠকে ১৬ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। ছিলেন কমিটির আহ্বায়ক নির্মল ঘোষ, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, ব্রাত্য বসু, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, মমতা ঠাকুর, রফিকুল ইসলাম, উষারানি মন্ডল, সুকুমার মাহাতো, তাপস দাশগুপ্ত, গোপাল শেঠ, অঞ্জু বসু, সোমনাথ শ্যাম রফিকুর রহমান ছাড়াও অন্যরা। এ ছাড়াও আমন্ত্রিত সদস্য হিসেবে সাংসদ সৌগত রায়, কাকলি ঘোষ দস্তিদার, অর্জুন সিংও উপস্থিত ছিলেন। সৌগত রায় জানান, বিজেপি গোটা দেশ জুড়ে নানান দুর্নীতি, তছরুপ করছে।

বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে সাংবিধানিক ধারা প্রয়োগের আর্জি

সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ যুব তৃণমূল নেতা

প্রতিবেদন : বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হলেন তৃণমূলের ছাত্রনেতা সুদীপ রাহা। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির দ্বারস্থ হয়ে তিনি রাজনীতিবিহীন বিচার ব্যবস্থার দাবি তোলেন। সুদীপের অভিযোগ, বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর আসনকে কলুষিত করছেন। সেই মর্মে শীর্ষ আদালতের কাছে তাঁর আর্জি, বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের উপর সংবিধানের ১২৪(৪) ধারা প্রয়োগ করা হোক।

বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় সাম্প্রতিক সময়ে নানা কারণে বিতর্কে জড়িয়েছেন। সম্প্রতি তিনি বিচারপতির আসনে বসে রাজনৈতিক নেতার মতো মন্তব্য করেন। সন্দেশখালিতে ইডির অভিযান নিয়ে কোর্ট রুমে সরব হয়ে বিচারপতি গুলি চালানোর কথা পর্যন্ত বলেন। তাঁর কথায় স্পষ্ট আভাস ছিল রাষ্ট্রপতি শাসন জারির। এর আগে ২০২৩ সালে সংবাদমাধ্যমে সাক্ষাৎকার দেন বিচারপতি। তা নিয়েও প্রবল সমালোচনা হয়। প্রশ্ন ওঠে, বিচারপতি কি আদৌ সাক্ষাৎকার দিতে পারেন? এর পরিপ্রেক্ষিতেই তৃণমূলের ছাত্র নেতা সুদীপ রাহা বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর লেখা কবিতাকে নিয়েও বিচারপতি বিদ্রুপ করেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের হয়ে কথা বলার অভিযোগও করেন সুদীপ। তৃণমূলের নাম করে বা ইঙ্গিতে কোথায় কী আক্রমণ শানিয়েছেন তা বিস্তারিতভাবে সুদীপ তুলে ধরেন তাঁর অভিযোগপত্রে।

সেখানে সুদীপের অভিযোগ, পরিকল্পনামাফিক তৃণমূলকে আক্রমণ চালাচ্ছেন বিচারপতি। তিনি যেভাবে বিশেষ এক রাজনৈতিক দলের হয়ে সুর চড়াচ্ছেন, তা বিচারপতি হিসেবে কাম্য নয়। তাই তাঁর উপর সাংবিধানিক ধারা প্রয়োগের আর্জি জানান তৃণমূলের ছাত্রনেতা।

আমার বাংলা
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
9 January, 2024 • Tuesday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

প্ল্যাটিনাম জুবিলি

■ সোমবার থেকে শুরু হল দুদিন ব্যাপী ময়নাগুড়ি হাই স্কুলের প্ল্যাটিনাম জুবিলি। উদ্বোধন করেন মন্ত্রী বুলুচিক বড়াইক। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শেষ হবে। ছিলেন রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায়, জেলা পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপথ প্রমুখ।

দুর্ঘটনায় আহত ৫

■ ডালখোলা বাইপাসে দুর্ঘটনা। সোমবার সকালে একটি ছোট গাড়ি বাইককে বাঁচাতে গিয়ে রাস্তার আকপাশে চলে যায়। ঘটনায় ছোট গাড়িতে থাকা পাঁচজন আহত হন। বাকিদের আঘাত গুরুতর নয়। তবে চালক অজিত রহমান (৪৫)-কে গুরুতর আহত অবস্থায় রায়গঞ্জ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

পুলিশের উদ্যোগ

■ পথ নিরাপত্তায় বিশেষ ব্যবস্থা নিল কোচবিহার ট্রাফিক পুলিশ। পুন্ডিবাড়ি উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের হাইরোড মোড়ে ট্রাফিক সিগন্যাল বুথ এবং আলোকযান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু করা হল সোমবার। উদ্বোধন করেন কোচবিহার জেলা পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য। এদিন বাইক যাত্রীদের হেলমেট এবং দুঃস্থদের বস্ত্র দেওয়া হয়।

উৎকর্ষ বাংলা

■ মহিলাদের স্বনির্ভর করতে উৎকর্ষ বাংলায় বিশেষ উদ্যোগ। সেলাই এর প্রশিক্ষণ শুরু হল রায়গঞ্জে। সোমবার উদ্বোধন হয়। ছিলেন অতনুবন্ধু লাহিড়ী, শুভঙ্কর সরকার, অরূপ সরকার-সহ অন্যরা। প্রথম পর্যায়ে ১৫ জন মহিলাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। আগামীতে এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মহিলাদের কর্মসংস্থান হবে বলে জানান প্রকল্পের সহকারী অধিকর্তা শুভঙ্কর সরকার।

হাতির হামলা

■ ফের হাতির হানা ফালাকাটা ব্লকে। হাতির হানায় ক্ষতিগ্রস্ত হল একটি পরিবার। আলিপুরদুয়ারের ফালাকাটা ব্লকের জটেশ্বর এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের বেংকান্দি গ্রামে সোমবার ভোর রাতে একটি হাতির ব্যাপক তাণ্ডব চালায়।

বন্ধ ত্রিহানা চা-বাগান শ্রমিকদের পাশে তৃণমূল

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : বন্ধ ত্রিহানা চা-বাগান শ্রমিকদের পাশে দাঁড়ল তৃণমূল। বিজেপির প্ররোচনায় মালিকপক্ষ না জানিয়েই বন্ধ করেছে বাগান। কর্মহীন শ্রমিকেরা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উদ্যোগ নিয়েছেন বাগান খোলার। দ্রুত শ্রমিকদের মুখে হাসি ফুটবে বলে কথা দিয়েছেন তিনি। শ্রমিক পরিবারগুলি কেমন আছে তা দেখতেই মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশেই একটি দল পৌঁছয় সোমবার। দার্জিলিঙ জেলা সমতলের তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষের নেতৃত্বে দলটি পৌঁছোয়। পাপিয়া নিজে কথা বলেন শ্রমিক পরিবারগুলির সঙ্গে। তাঁর সঙ্গে ছিলেন শিক্ষক নেতা সুপ্রকাশ রায়, রোথিন খাসনবিস, আনন্দ ঘোষ, যুব সভাপতি নির্ণয় রায়। তৃণমূল যুবর পক্ষ থেকে বাগান শ্রমিকদের হাতে সবজি, তেল, ফল-সহ খাদ্য সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। যেকোনও প্রয়োজনে স্থানীয় তৃণমূল নেতার সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলা হয় তাঁদের। এ ছাড়াও তাঁদের খাবারের জন্য আরও কিছু প্রয়োজন হলে দেওয়া হবে বলেও জানানো হয়।

শ্রমিক পরিবারের সঙ্গে কথা বলছেন পাপিয়া ঘোষ।

জলপাইগুড়ি জুড়ে একাধিক কাজ
উন্নয়নে ১৬ কোটির টেন্ডার

বৈঠকে সৌরভ চক্রবর্তী।

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : জেলার উন্নয়নে ১৬ কোটি টাকার টেন্ডার করল শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ। জেলার চারটি পুরসভা এবং কয়েকটি পঞ্চায়েত এলাকাতেও এই কাজ হবে। জলপাইগুড়ি, মাল, ময়নাগুড়ি ও ধূপগুড়ি পুর এলাকায় এই উন্নয়নের কাজ হবে। বেশ কিছু জনমুখী প্রকল্পের কাজ করবে এসজেডিএ। জলপাইগুড়ি পুরসভা এলাকায় ৬ কোটি টাকার কাজ করা হবে। যার মধ্যে বরাদ্দ হয়েছে জলপাইগুড়ি পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডে ১ কোটি ২২ লক্ষ টাকা। ৩ নম্বর ওয়ার্ডে ৮৮ লক্ষ টাকা, ১৩ নম্বর ওয়ার্ডে ১ কোটি টাকা, ১৯ নম্বর ওয়ার্ডেও ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা দিয়ে রাস্তা এবং হাইড্রেন নির্মাণ করবে পুরসভা। সোমবার জলপাইগুড়িতে সাংবাদিক বৈঠকে এই খবর দিয়েছেন শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী। এদিন তিনি জানান, জলপাইগুড়ি রাজবাড়ি দিঘিতে পুনরায় বোটিং পরিষেবা চালু করা হবে। একাধিক উন্নয়নের ফলে উপকৃত হবেন জলপাইগুড়ি জেলার বাসিন্দারা। শীঘ্রই শুরু হবে কাজগুলি।

২ কোটি ব্যয়ে দুই রাস্তা

সংবাদদাতা, বালুরঘাট : একের পর এক উন্নয়ন দক্ষিণ দিনাজপুর জুড়ে। রবিবার হরিরামপুরে ৪টি রাস্তার পর সোমবার বংশীহাড়ি ব্লকে ২টি রাস্তার নির্মাণকাজের শিলান্যাস করলেন রাজ্যের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতরের প্রচেষ্টায় ক্রমেই সাধারণ মানুষের যন্ত্রণা ঘুচছে। এদিন বংশীহাড়ি ব্লকের কইল অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং সায়েস্তাবাদ অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন ২টি রাস্তার শিলান্যাস করেন মন্ত্রী বিপ্লব। অনুষ্ঠানে ছিলেন বংশীহাড়ি পঞ্চায়েত সভাপতি গণেশ প্রসাদ, বুনিয়াদপুর পুরসভার প্রশাসক অখিলচন্দ্র বর্মন-সহ অন্যরা। দুটি রাস্তা মিলিয়ে মোট ১৮০০ মিটার নির্মাণে খরচ হবে ১ কোটি ৮৩ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা।

সূচনায় মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র।

যোগ দিয়েই নতুন দায়িত্বে

সংবাদদাতা, কোচবিহার : দলে থেকে কাজ করা যাচ্ছিল না। একাধিক ক্ষোভ উগরে তাই বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন জয়দীপ ঘোষ। যোগ দেওয়ার পর দিনই দিনহাটার শহর কমিটির সহ-সভাপতির দায়িত্ব দিলেন জেলাসভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক। তিনি জানান, জয়দীপবাবু শপথ নিয়েছেন তিনি উন্নয়নের কাজ করবেন। তাই তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হল দায়িত্ব। কারণ তৃণমূল কংগ্রেস মানুষের স্বার্থ কাজ করে। নেতা-কর্মীদের কাজে লাগায়। একে অপরের সঙ্গে সমন্বয় রেখে এগিয়ে যায় তাই দায়িত্ব দিয়ে কাজ করার পথে এগিয়ে দেওয়া হল তাঁকে। জয়দীপবাবু বলেন, দল তাঁকে যেভাবে নির্দেশ দেবে সেভাবেই দায়িত্ব পালন করবেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শে সক্রিয় ভাবে তৃণমূল কংগ্রেসের সাংগঠনিক কাজ করবেন।

দলীয় কার্যালয়ে অভিজিৎ দে ভৌমিক, জয়দীপ ঘোষ।

পেভার্স ব্লকের রাস্তা পেল গ্রাম

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : প্রত্যন্ত এলাকার উন্নয়ন হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে। এবার মকালিয়াগঞ্জ ব্লকের অনন্তপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মাহিনগর থেকে দাসিয়া পর্যন্ত দুই কিলোমিটার পেভার্স ব্লক রাস্তার কাজ শুরু হল সোমবার। এর জন্য বরাদ্দ হয়েছে ১ কোটি ৮০ লক্ষাধিক টাকা। সোমবার সেই রাস্তার কাজের সূচনা করেন বিধায়ক সৌমেন রায়। উপস্থিত ছিলেন হিরণ্ময় সরকার প্রমুখ। বিধায়ক সৌমেন রায় জানান, খুব শীঘ্রই এই রাস্তার কাজ শেষ হবে। মুখ্যমন্ত্রীর সদিচ্ছায় উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর থেকে গ্রামাঞ্চলগুলির রাস্তার জন্য আর্থিক বরাদ্দ করা হচ্ছে। ফলে নতুন ভাবে সেজে উঠছে গ্রাম।

চোখের আলোয় উদ্ভাসিত কবিগুরুর বাড়ি

প্রতিবেদন : রবীন্দ্র স্মৃতিধন্য মংপুর বাড়িতে হল চোখের আলোয় কর্মসূচি। কবিগুরুর মূর্তিতে মাল্যদান করে সোমবার চা-শ্রমিকদের চশমা প্রদান করলেন শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটক। ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ নির্মাণ কর্মী কল্যাণ পর্ষদের চেয়ারম্যান ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, জিটিএ চেয়ারম্যান অনীত থাপা, ভাইস চেয়ারম্যান রাজেশ চৌহান, সাংসদ প্রকাশচিক বড়াইক , অতিরিক্ত শ্রম কমিশনার তীর্থঙ্কর সেনগুপ্ত, শ্রম কমিশনার জাভেদ আখতার। উল্লেখ্য, শ্রমদফতরের উদ্যোগে চা-বলয় জুড়ে চলছে চোখের আলোয় কর্মসূচি চলছে। ১৭১টি চা-বাগান মোট ৯০টি শিবির হল। মোট চশমা বিতরণ করা হয়েছে ৫ হাজার ৮০৬টি। রবিবার এই কর্মসূচি হয়েছে দার্জিলিংয়ের রংলীতে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে শ্রমদফতরের উদ্যোগে এই কর্মসূচিতে উপকৃত হয়েছেন চা-শ্রমিকেরা। আধুনিক যন্ত্রের সাহায্যে তাঁদের চক্ষু পরীক্ষা হয়েছে। বিতরণ করা হয়েছে চশমা। চক্ষু পরীক্ষার পর যাঁদের অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন ছিল তাঁদের অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পরিষেবা পেয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন চা-শ্রমিকেরা। তাঁরা বলছেন তাঁদের উন্নয়ন করছে একমাত্র রাজ্য সরকার।

কবিগুরুর মূর্তিতে শ্রদ্ধাজ্ঞাপনে মন্ত্রী মলয় ঘটক। আছেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, অনীত থাপা প্রমুখ।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

9 January, 2024 • Tuesday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

৯
৯ জানুয়ারি
২০২৪
মঙ্গলবার

ধৃতকে জেরা করে একই থানার অন্তর্গত ধরমপুরে ইমাম সেখ নামে এক মৃত ব্যক্তির বাড়ি থেকে ছ'টি বোমা উদ্ধার করে নলহাটি থানার পুলিশ। ইমাম সেখ ধৃত মুকুলেশউদ্দিন সেখের আত্মীয়। বম্ব ডিসপোজাল টিম বোমাগুলোকে নিষ্ক্রিয় করে।

রামনগর ও ময়না সমবায় নির্বাচন
আবার তৃণমূলের কাছে ধরাশায়ী বিজেপি

সংবাদদাতা, রামনগর : পূর্ব মেদিনীপুরের রামনগর এবং ময়নাতে সমবায় নির্বাচনে হালে পানি পেল না বিজেপি। পঞ্চায়েত নির্বাচনে যে অঞ্চল বিজেপির দখলে গিয়েছিল, রামনগরের সেই অঞ্চলের সমবায় সমিতি নির্বাচনে তৃণমূল-ঝড়ে উড়ে গেল। জিনন্দপুর মিলনী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির নির্বাচনে ৪০ আসনের ২৫টিতে জয়লাভ করে তৃণমূল। এই নির্বাচনকে ঘিরে রাজনৈতিক তৎপরতা ছিল চোখে পড়ার মতো। সমিতির পরিষেবা প্রদান এলাকা বাদলপুর ও সটিলাপুর গ্রামপঞ্চায়েতে গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপি জিতেছিল। জেলা পরিষদের খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ তমালতরু দাস মহাপাত্রের এলাকা হওয়ায় সমিতির নির্বাচনে ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াই হিসাবে দেখছিলেন তৃণমূল নেতৃত্ব। ফল ঘোষণায় দেখা যায় বাদলপুর পঞ্চায়েত এলাকার ২৪ আসনের মধ্যে ১০টি পায় তৃণমূল এবং সটিলাপুরের ১৬ আসনের মধ্যে পায় ১৫।

বিধানসভা দখলে থাকা সত্ত্বেও ময়নায় বিজেপি কোনও আসনে প্রার্থীই দিতে পারল না!

সমিতি তৃণমূলের দখলে ছিল, ফের তৃণমূলের দখলেই গেল। দুই পঞ্চায়েত বিজেপির দখলে চলে যাওয়ায় সমিতি দখলে রাখা তৃণমূলের কাছে চ্যালেঞ্জ ছিল। তমালতরু বলেন, এটি ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াই। নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সেনাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর মানুষ আস্থা রাখছেন। এই জয় তারই প্রমাণ। আগামী লোকসভা নির্বাচনেও তৃণমূল ভাল ফল করবে। এই জয়ে তৃণমূল কর্মীদের মনোবল বাড়ল। একুশের বিধানসভায় জিতেও পূর্ব মেদিনীপুরের ময়নায় সমবায় সমিতির ভোটে কোনও আসনে প্রার্থী দিতে পারল না বিজেপি। ২২ জানুয়ারি পূর্ব-দক্ষিণ ময়না জনসেবা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির ভোট। শনিবার মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ছিল। ৪২ আসনে একমাত্র তৃণমূল ছাড়া অন্য কোনও দল প্রার্থী দিতে পারেনি। বিধানসভা দখলে থাকা সত্ত্বেও বিজেপি কোনও আসনে প্রার্থী দিতে পারেনি!

স্মৃতির পরশ

■ নানুর বিধানসভার আলিগ্রাম প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আয়োজনে ছাত্রছাত্রীদের কুসংস্কারের জগৎ থেকে বিজ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত করার লক্ষ্যে 'স্মৃতির পরশ' অনুষ্ঠান হল। ছিলেন বীরভূম জেলা সভাধিপতি কাজল শেখ ও নানুর বিধায়ক বিধানচন্দ্র মাঝি।

শিবমন্দির পুনর্নির্মাণ

■ ভগ্নপ্রায় শিবমন্দির পুনর্নির্মাণ করে শিবের অভিষেক করলেন গ্রামবাসীরা। সোমবার মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জ থেকে কলসে গঙ্গার জল নিয়ে এসে গ্রাম প্রদক্ষিণ করে মন্দিরের অভিষেক করা হয়। প্রায় সাতশো বছরের প্রাচীন বীরভূমের পাইকর বুড়ো শিবমন্দির। এক সময় এলাকার জমিদার প্রতিষ্ঠা করেন। গ্রামের পান্ডারাই দেখাশোনা করছিলেন। সময়ের সঙ্গে মন্দির ভেঙে পড়ে। এরপরে সবাই মিলে সংস্কার করান।

পঞ্চায়েত অফিসে

■ দু'দিনের মাথায় আবার চুরি অণ্ডালে। বিদ্যালয়ের পর এবার পঞ্চায়েত অফিসে। রামপ্রসাদপুরে। পঞ্চায়েত প্রধান কৃষ্ণা মণ্ডল জানান, সোমবার সকালে অফিস খুলতে এসে কর্মীরা দেখেন পাঁচ-ছটি দরজার তালা ভাঙা, সমস্ত আলমারি ভেঙে তছনছ। টাকাপয়সা ছিল না, তাই রক্ষে। দুদিন আগে এক সরকারি বিদ্যালয়ে চুরি হয়েছিল।

কেন্দ্রীয় বঞ্চনার প্রতিবাদে জনসভায় তৃণমূলে যোগদান

মঞ্চে বক্তা বাপ্পাদিত্য গর্গ। রয়েছেন স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব।

নন্দীগ্রাম

সংবাদদাতা, নন্দীগ্রাম : বাংলার প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার বিরুদ্ধে এবং নন্দীগ্রামে ধর্মীয় মেরুকরণের প্রতিবাদে নন্দীগ্রাম ১ ব্লকের ভাটপুকুর বাজারে জনসভা হল সোমবার বিকেলে। দাউদপুর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে। জনসভায় বেশ কয়েকজন বিজেপি কর্মী যোগ দিলেন তৃণমূলে। তমলুক সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল সভাপতি অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদ সভাধিপতি ও বিধায়ক উত্তম বারিক নবাগতদের হাতে তৃণমূলের দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে স্বাগত জানান। কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী নীতি তথা বাংলাকে বিভিন্নভাবে বঞ্চনা, অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, ১০০ দিনের প্রাপ্য টাকা আটকে রাখা ইত্যাদির বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ করে গদ্দার অধিকারীর বিধানসভা এলাকায় দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন উত্তম। বলেন, ক্ষমতা থাকলে গদ্দার অধিকারী প্রমাণ করুক, আমি দুর্নীতি করেছি। মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি দেখে উত্তম বলেন, নন্দীগ্রাম তৃণমূলের ছিল, আছে, থাকবে। সভায় ছিলেন জেলা পরিষদের সহ-সভাধিপতি সুভাষিণী কর, তমলুক সাংগঠনিক জেলা চেয়ারম্যান চিত্তরঞ্জন মাইতি, যুব তৃণমূল সাংগঠনিক জেলা সভাপতি আসগর আলি, জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ সামসুল ইসলাম, নন্দীগ্রাম ১ ব্লকের সভাপতি বাপ্পাদিত্য গর্গ প্রমুখ।

আগে মানুষ হও পরে হিন্দু-মুসলমান
গড়বেতায় বললেন সায়নী

সভায় বক্তা সায়নী ঘোষ। গড়বেতায়, সোমবার।

সংবাদদাতা, গড়বেতা : 'যখনই ভোট আসে, তখনই পরিযায়ী পাখির মতো কিছু নেতা এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়ায়। আর ভোটের সময় হিন্দু-মুসলিম তাসখেলা শুরু হয়ে যায়। আগে মানুষ হও, তারপরে হিন্দু-মুসলমান।' গড়বেতায় কেন্দ্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদসভায় বললেন রাজ্য তৃণমূল যুব সভানেত্রী সায়নী ঘোষ। যখনই ভোট আসে তখনই ওঁদের যেন দরদ উঠলে পড়ে। একবার এখানে, একবার ওখানে গিয়ে ধর্মের নামে উসকানি দিয়ে বেড়াচ্ছেন। পশ্চিমবঙ্গে ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করা কোনও দিন সম্ভব ছিল না, এখনও সম্ভব হবে না। মঞ্চে দাঁড়িয়ে সায়নি আরো বলেন, আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিক্ষায় শিক্ষিত, দীক্ষায় দীক্ষিত। মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ করে কখনও ভোট পাওয়া যায় না, মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নকে সামনে রেখেই ভোট দেবেন। প্রতিবাদসভায় ছিলেন বিধায়ক উত্তরা সিংহ হাজরা, জেলা সভাপতি সুজয় হাজরা, কর্মাধ্যক্ষ নির্মল ঘোষ, জেলা তৃণমূল সভাপতি নির্মাল্য চক্রবর্তী প্রমুখ।

লোকসভা নির্বাচনের আগে ফরাক্কায় ঘর ভাঙল কংগ্রেসের

সংবাদদাতা, জঙ্গিপুর : আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের আগে ফের মুর্শিদাবাদ জেলায় বড়সড় ধাক্কা গেল কংগ্রেস। সোমবার ফরাক্কার বিধায়ক মনিরুল ইসলামের হাত ধরে কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিলেন ফরাক্কা পঞ্চায়েত সমিতির দুই কংগ্রেস সদস্য। ফলে ২৭ আসনবিশিষ্ট ফরাক্কা পঞ্চায়েত সমিতিতে তৃণমূলের মোট সদস্য সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ২০। মনিরুলের দাবি, কিছুদিনের মধ্যে আরও দুই পঞ্চায়েত সদস্য তৃণমূলে যোগদান করবেন। মহাদেবনগর গ্রামপঞ্চায়েত তৃণমূল দখল করলেও ওই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা থেকে তৃণমূলের কোনও পঞ্চায়েত সমিতির প্রতিনিধি ছিল না। আজ কংগ্রেসের প্রতীকে জয়ী কামাল হোসেন এবং মোজাহারুল হক তৃণমূলে যোগ দিলেন। তাঁদের সঙ্গে কয়েকশো কংগ্রেস সমর্থকও যোগদান করেছেন। বাম ও কংগ্রেসে থেকে উন্নয়নের কাজ করা সম্ভব নয় বুঝতে পেরেই এঁরা তৃণমূলে যোগ দিলেন। উল্লেখ্য, ভিন্ন রাজনৈতিক দলের সদস্যরা তৃণমূলে যোগদান করায় সম্প্রতি শাসক দল ফরাক্কা ব্লকের আট গ্রাম পঞ্চায়েতেরই দখল পেয়েছে। বিধায়ক বলেন, দলে পুরনো যাঁরা রয়েছেন তাঁরা যাঁরা নতুন যোগদান করছেন, তাঁদের নিয়ে একসঙ্গে উন্নয়নের জন্য কাজ করবেন। কেন্দ্রের বিজেপি সরকার এই রাজ্যের মানুষকে ভাতে মারার চেষ্টা করছে। আমাদের সকলের লক্ষ্য ২০১৪-র লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের ৪২ আসন থেকে তৃণমূলের প্রার্থীদের জয়ী করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত শক্ত করা।

এদিন বিধায়কের উদ্যোগে শারীরিকভাবে বিশেষভাবে সক্ষম ৩৫ জনকে তিনচাকার সাইকেল, শীতবস্ত্র, খাদ্যসামগ্রী ও আর্থিক সাহায্য তুলে দেওয়া হয়।

মনিরুল ইসলামের হাত ধরে ফরাক্কায় কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান।

নীলপুর যুব উৎসব

সংবাদদাতা, বর্ধমান : স্বামী বিবেকানন্দের জন্মবার্ষিকীকে সামনে রেখে বর্ধমান শহরের নীলপুরে হচ্ছে নীলপুর যুব উৎসব, ১০-১৪ জানুয়ারি। সোমবার সাংবাদিক বৈঠকে উৎসবের উদ্যোক্তা কাউন্সিলার তথা তৃণমূল যুব জেলা সভাপতি রাসবিহারী হালদার জানিয়েছেন, যুব সম্প্রদায়কে উদ্বুদ্ধ করতে একাধিক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এবারেও তাঁরা বিশেষভাবে সক্ষমদের সাহায্য, ক্লাবগুলিকে খেলার সরঞ্জাম প্রদান ছাড়াও স্থানীয় প্রায় হাজার শিল্পীকে নিয়ে বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছেন। উদ্বোধন করবেন অভিনেত্রী সোহিনী সরকার এবং সায়নী ঘোষ।

আমার বাংলা
9 January, 2024 • Tuesday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

কেন্দ্রের বঞ্চনার প্রতিবাদে মিছিল

■ বাংলার মানুষের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী নীতি, ১০০ দিনের কাজ, আবাস যোজনার প্রকল্প-সহ একাধিক প্রকল্পে বাংলাকে বঞ্চনার প্রতিবাদে সোমবার রামপুরহাট মহকুমা তৃণমূল যুব কংগ্রেস ও ছাত্র পরিষদের মিছিল বেরোল। উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি স্পিকার আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়।

সাব-স্টেশনে হামলা

■ মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জ থানা এলাকাতে এক বিদ্যুতের সাব-স্টেশনে চুরি করতে ঢুকে বাধা পেয়ে সেখানকার কয়েকজন কর্মীকে ব্যাপক মারধর এবং ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপানোর অভিযোগ উঠল কয়েকজন দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে। বিদ্যুৎ দফতরের আহত দুই কর্মীকে জঙ্গিপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এখনও কেউ গ্রেফতার হয়নি। রবিবার গভীর রাতে ১২-১৩ জন সশস্ত্র দুষ্কৃতী ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে তালাই মোড়-এমডিআই সংলগ্ন এলাকায় বিদ্যুতের সাব-স্টেশনে হানা দেয়। কর্তব্যরত কর্মীরা বাধা দিলে ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাঁদেরকে কোপানো হয় বলে অভিযোগ।

স্বর্ণালঙ্কার ফেরত

■ ছ-মাস আগে চুরি যাওয়া স্বর্ণালঙ্কার উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকের হাতে তুলে দিল পুলিশ। সোমবার রতুয়া থানার পুলিশ আক্তার আলম ও তাঁর স্ত্রী জিন্নাত খাতুনের হাতে অলঙ্কারগুলি তুলে দেন। ওঁরা পুলিশকে ধন্যবাদ জানান। ২০২৩-এর অগাস্টে চুরি হয়েছিল।

ব্যাঙ্ক নির্বাচনে প্রচার

■ শুরু হয়েছে নলহাটি টু ব্লকের শীতলগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের আটকুলা, প্রসাদপুর, কামালপুর, টিঠিডাঙা, হামিদপুর গ্রাম-সহ ওই অঞ্চলের আরও বিভিন্ন গ্রামে তৃণমূলের প্রার্থীদের হয়ে নির্বাচনী প্রচার, ১৪ জানুয়ারি এলডিবি ব্যাঙ্কের নির্বাচন। প্রচারে ছিলেন তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি আবদুল আলিম ওরফে মতি, জেনারেল সেক্রেটারি রেজাউল হক, মৎস্য দফতরের পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ গৌতম মণ্ডল প্রমুখ।

রেকর্ড বিকিকিনি সবলা মেলায়
জেলার হস্তশিল্পেই বাজিমাত

সংবাদদাতা, কাটোয়া : স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের পাশে দাঁড়াতে ফি-বছরই সবলা মেলা করে রাজ্য সরকার। কাটোয়ার কাশীরাম দাস বিদ্যায়তনের মাঠে পূর্ব বর্ধমান জেলা সবলা মেলার সূচনা ৩০ ডিসেম্বর। উদ্বোধন করেন মন্ত্রী শশী পাঁজা। গতবার মেলায় স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির রোজগার হয় প্রায় ২৬ লক্ষ টাকা। এবার জেলার ডোকরা, কাঠের পুতুল, শোলাশিল্প, বাঁশশিল্প ইত্যাদি হস্তশিল্পের দৌলতে রোজগার ছাড়িয়ে গেল গতবারকেও। জেলা পরিষদের শিশু ও নারীকল্যাণ স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ মাম্পি রুদ্র জানান, এবার জেলা সবলা মেলায় ৮৩টি স্বনির্ভর গোষ্ঠী পসরা নিয়ে এসেছিলেন। মেলা থেকেই রোজগার হয়েছে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা। যা সর্বকালীন রেকর্ড। বিরোধীরা মেলা ও খেলা নিয়ে তাচ্ছিল্য করলেও প্রত্যন্ত গ্রামের মানুষরা জানেন যে একটা মেলা কীভাবে তাঁদের রোজগারের জোগান দেয়।

সবলা মেলা উদ্বোধনে মন্ত্রী শশী পাঁজা। ফাইল চিত্র।

মহিলারা সম্মান-অর্থে মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছেন

সংবাদদাতা, বালুরঘাট : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি দফতরের উদ্যোগে এবং দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রশাসনের ব্যবস্থায় বালুরঘাটে শুরু হল সবলা মেলা। সোমবার বালুরঘাট হাইস্কুল মাঠে মেলার উদ্বোধন করেন মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র। ছিলেন জেলাশাসক বিজিন কৃষ্ণা, আইজি প্রসুন বন্দ্যোপাধ্যায়, পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল। মেলায় রয়েছে ৫৮টি স্টল। বিপ্লব বলেন, স্বনির্ভর গোষ্ঠী সরকারের কাছে থেকে উৎসাহ পাচ্ছে, সহযোগিতা পাচ্ছে। মহিলারা যাতে সমানভাবে পুরুষদের সঙ্গে সম্মান ও আর্থিক ভিত্তি নিয়ে আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় দাঁড়াতে পারে, যা আমরা রূপায়িত করতে চাইছি সবলা মেলার মধ্যে দিয়ে।

উদ্বোধনে বিপ্লব মিত্র।

বিনপুরে তৃণমূল কর্মিসভা

সংবাদদাতা, বিনপুর : সামনেই লোকসভা নির্বাচন, তার আগেই বিভিন্ন জায়গায় তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে চলছে নানা কর্মসূচি। ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে জঙ্গলমহলে শুরু হয়েছে ভোটের প্রস্তুতি। সোমবার বিনপুর বিধানসভার বিধায়ক তথা রাজ্য যুব তৃণমূল সহসভাপতি দেবনাথ হাঁসদা শিলদা কমিউনিটি হলে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাসভা করলেন ব্লক ও বিধানসভার সমস্ত নেতা-কর্মীকে নিয়ে। ২৪ জানুয়ারি তৃণমূলের জনসভা রয়েছে, তারই প্রস্তুতিতে এই সভা।

কেশপুরে পদযাত্রা, সভা

সংবাদদাতা, কেশপুর : ১০০ দিনের কাজের টাকার দাবিতে ঘাটাল সাংগঠনিক জেলার কেশপুর ব্লকের ২ নং অঞ্চলের মহারাজপুরে প্রতিবাদসভা। দামোদরপুর বাজার থেকে একটি পদযাত্রা হয়। তারপর ভীমতলায় এক পথসভা হয়। ছিলেন ঘাটাল সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল সভাপতি আশিস হুদাইত, ব্লক তৃণমূল সভাপতি প্রদ্যোত পাঁজা, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি চিত্তরঞ্জন গড়াই ও ব্লক, অঞ্চলের নেতৃত্ব।

কেন্দ্রের কালা কানুনের বিরুদ্ধে রাজ্যে চাক্কা বন্ধ

রামপুরহাট বাস স্ট্যান্ডে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে বাস। সোমবার।

ব্যুরো রিপোর্ট : ‘হিট অ্যান্ড রান’-এর ঘটনায় নতুন আইন জারি করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে দেশের বিভিন্ন জায়গায় ধর্মঘটে নেমেছেন চালকেরা। সোমবার রামপুরহাট মহকুমা জুড়ে বাস চালকরা কর্মবিরতির ডাক দেন। ১৪ নং জাতীয় সড়কের পাশে রামপুরহাট বাস স্ট্যান্ডে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকে বাস।

বিনা নোটিশে বাস বন্ধ বর্ধমানে। চূড়ান্ত হয়রানির শিকার বাসযাত্রীরা। বর্ধমানের আলিশা বা নবাবহাট বাস স্ট্যান্ড থেকে ছাড়েনি সিংহভাগ বাস। কেন্দ্রীয় নতুন পরিবহণ নীতির প্রতিবাদে।

দুর্গাপুরেও ইন্ডিয়ান অয়েল বটলিং প্ল্যান্টে ধর্মঘটে শামিল হয়েছেন ট্যাঙ্কার চালকেরা। সোমবার কিছু সংখ্যক ট্যাঙ্কার চললেও মঙ্গলবার থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘটের ডাক দিয়েছেন ট্যাঙ্কারচালকেরা।

নিরাপদ শহর কলকাতা

(প্রথম পাতার পর)

খেয়াদা ১ ও ২-কেও ভাঙড় ডিভিশনের মধ্যে যুক্ত করার কথা বলেন তিনি।

এদিনের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী জানান, এই বছর থেকে আড়াই হাজার ছাত্রছাত্রীকে এক বছরের জন্য ইন্টার্নশিপ দেওয়া হবে। তাঁরা যোগ্য হয়ে থাকলে তাঁদের চাকরি রিনিউ করার কথা ভাববে সরকার। তৃতীয়বার বাংলার মসনদে বসার পর তরুণ প্রজন্মের কর্মসংস্থানে জোর দিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যোগ্যশ্রী প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আগেও সাফল্য এসেছে এ-ধরনের উদ্যোগ থেকে। ২৮৮০ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ২২৫৪ জন বিভিন্ন টেকনিক্যাল কোর্সে সুযোগ পেয়েছে। আবারও এই প্রকল্পে রাজ্যের পড়ুয়ারা যোগ্যতার প্রমাণ দেবেন বলে আশাবাদী মুখ্যমন্ত্রী।

এক্তিয়ার ছাড়িয়ে যাচ্ছেন বিচারপতি

(প্রথম পাতার পর)

বিরোধীদের হাতে তামাক খেয়ে অভিজিৎবাবু কুরুচিকর ব্যক্তিগত আক্রমণে নেমেছেন। এর কোনও এক্তিয়ার তাঁর নেই। উনি কারও কথায় নিজেকে ভগবান ভেবে থাকলে বাংলার একটি প্রবাদের কথা মনে করিয়ে দিই, দশচক্রে ভগবান ভূত হয়। নিজেকে ভগবান ভাবতে যাবেন না। ভূত হয়ে যাবেন।

বাসের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষে গাড়িতে আগুন, পুড়ে মারা গেলেন ২

সংবাদদাতা, শালবনি : ভয়াবহ পথদুর্ঘটনা পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনিতে। সোমবার বিকেলে। বুড়িশোলার জঙ্গলের মধ্যে যাত্রিবাহী বাস ও গাড়ির সঙ্ঘর্ষে দুমড়ে মুচড়ে গিয়ে দাউদাউ করে জ্বলে উঠে গাড়িটি। ভিতরে থাকা দুই ব্যক্তি জ্যান্ত পুড়ে মারা যান। বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ ভাদুতলার কাছে জঙ্গলের রাস্তায় মেদিনীপুর থেকে পিড়াকাটাগামী যাত্রিবাহী বাস ধাক্কা মারে গাড়িটিকে। তেলের ট্যাঙ্কারে আগুন লেগে গোটা গাড়িটি দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে। বাসের যাত্রী ও স্থানীয়রা আরোহীদের বাঁচানোর কোনও সুযোগ পাননি।

পাহাড় জঙ্গলে শুরু ফুটবল গোল্ড কাপ

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : মুখমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ও শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর প্রচেষ্টায় রাজ্যে প্রথম শুরু হয়েছে সিদো কানহু ফুটবল গোল্ড কাপ। জঙ্গলমহল ও পাহাড়কে নিয়ে এই ফুটবল গোল্ড কাপ শুরু হয়েছে। জঙ্গলমহলের চারটি জেলা বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম অংশ নিচ্ছে। এ ছাড়াও পাহাড়ের চারটি শিক্ষা জেলা দার্জিলিং, কার্শিয়াং, কালিম্পং ও শিলিগুড়ি নিয়ে গোল্ড কাপ হচ্ছে। সোমবার বিধাননগর সন্তোষিণী হাইস্কুলে শিলিগুড়ি জেলাস্তরের ফাইনাল খেলা হয়। ফাইনাল খেলা হবে ১৬ জানুয়ারি থেকে ১৮ জানুয়ারি। উদ্বোধন ১৬ তারিখ, জানুয়ারি শিলিগুড়ি কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে। যেখানে শিক্ষামন্ত্রী থাকতে পারেন। শিলিগুড়ি তরাই তারাপদ হাইস্কুলে সমস্ত খেলা হবে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সাসপেন্ড হওয়া সঞ্জয় সিং-এর কমিটিকে পাল্টা হুঁশিয়ারি কেন্দ্রীয় ক্রীড়া মন্ত্রকের। মন্ত্রক জানিয়েছে, সাসপেন্ড হওয়া কমিটির আয়োজিত কোনও প্রতিযোগিতা বৈধ বলে ধরা হবে না। এই সব প্রতিযোগিতায় কোনও পদক জিতলে তার কোনও দাম থাকবে না

মধ্যপ্রদেশে হোম থেকে উধাও ২৬!

প্রতিবেদন: বিজেপি রাজ্যের হোম থেকে উধাও ২৬ জন নাবালিকা! সারপ্রাইজ ভিজিটে মধ্যপ্রদেশের একটি বেসরকারি 'হোম'-এ ঢুকে চক্ষুচড়কগাছ ন্যাশনাল কমিশন ফর প্রোটেকশন অফ চাইল্ড রাইটস-এর চেয়ারম্যান প্রিয়াঙ্ক কানুনগোর। বিজেপি শাসিত মধ্যপ্রদেশে বেসরকারি হোমের রেজিস্টারে থাকা ২৬ জন নাবালিকা বেমালুম গায়েব! হোমের ডিরেক্টরকে প্রশ্ন করে মেলেনি কোনও সদুত্তর। শেষ পর্যন্ত এফআইআর দায়ের করে শিশু সুরক্ষা কমিশন। সদ্য প্রাক্তন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান বলছেন, তিনি ২৬ নাবালিকার উধাও হওয়ার কথা জানতেন। তাহলে আগে কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি কেন সেই প্রশ্ন উঠছে।

মধ্যপ্রদেশের রাজধানী ভোপালের শহরতলিতে পরওয়ালিয়ায় এনজিও-র নামে রেজিস্ট্রেশন করা একটি হোম আঁচল গার্লস হোস্টেল। প্রশাসন এই সংস্থাকে এনজিও-র ছাড়পত্র দিয়ে থাকলেও হোম চালানোর কোনও অনুমতিই নেই তাদের, দেখা যায় কমিশনের তদন্তে। কমিশনের চেয়ারম্যান সহ আধিকারিকরা হোমে গিয়েই আবাসিকদের রেজিস্টার খাতা মিলিয়ে দেখেন। তাতে ৬৮ জন নাবালিকার নাম থাকলেও দেখা যায় একেবারে ২৬ জন নাবালিকাই নিখোঁজ।

খোদ কমিশনের অভিযোগ, মধ্যপ্রদেশের নারী ও শিশু কল্যাণ বিভাগের পক্ষ থেকে এই সংস্থাকে হোম চালানোর অনুমোদন দেওয়া হয়। অথচ হোম চালানোর লাইসেন্সই নেই তাদের। বিরোধী দল কংগ্রেসের প্রশ্ন, যে নাবালিকাদের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না তারা শিশুপাচার চক্রের শিকার নয় তো? সরকারি মদতে বেআইনি হোম খুলে নাবালিকা পাচার চলছে বলে অভিযোগ করেছে কংগ্রেস।

কংগ্রেস-আপ বৈঠক

প্রতিবেদন: লোকসভা নির্বাচনে আসন সমঝোতা নিয়ে আম আদমি পার্টি এবং কংগ্রেসের মধ্যে প্রথমদফার বৈঠক হল সোমবার। দুই দলের নেতৃত্বের মধ্যে আলোচনার পরে জানানো হয়, ইতিবাচক এবং ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে। ইন্ডিয়ার জোটসঙ্গী হিসাবে তারা একই সাথে নির্বাচনে লড়বে এবং দ্বিতীয় দফার আলোচনার জন্য শীঘ্রই আর এক দফার বৈঠকে বসবে। দিল্লিতে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক মুকুল ওয়াসনিকের বাড়িতে ওই বৈঠক হয়। বৈঠকে কংগ্রেসের তরফে উপস্থিত ছিলেন রাজস্থানের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট এবং দিল্লি প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অরবিন্দর সিং লাভলি। অন্যদিকে কেজরিওয়ালের দলের তরফে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী অতিশী, সৌরভ ভরদ্বাজ ও সন্দীপ পাঠক। দিল্লি, পাঞ্জাব এবং গোয়ায় দু'দলের মধ্যে আসন সমঝোতা নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে খবর।

মন্ত্রী হওয়ার ১০ দিনের মাথায় ভোটে হারলেন
রাজস্থানের বিজেপি নেতা

প্রতিবেদন: মন্ত্রী হয়েও মুখরক্ষা হল না। গত ৩০ ডিসেম্বর রাজ্যের মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছিলেন বিজেপি নেতা সুরেন্দ্র পাল সিং। বিধায়ক না হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে রাজস্থানের মন্ত্রী করেছিল তাঁর দল। নির্বাচনে দাঁড়াতেই বোঝা গেল মানুষের কাছে তাঁর গ্রহণযোগ্যতার বহর! মন্ত্রী হওয়ার দশদিনের মাথায় বিধানসভা ভোটে হারলেন বিজেপি প্রার্থী সুরেন্দ্র পাল সিং। ১২ হাজারেরও বেশি ভোটে তাকে হারিয়ে দিলেন কংগ্রেস প্রার্থী রুপিন্দর সিং কুনে।

বিধানসভায় নির্বাচিত হওয়ার আগেই রাজস্থানের নবগঠিত বিজেপি মন্ত্রিসভায় স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল সুরেন্দ্র পাল সিংকে। এমনকী চারটি বিভাগের দায়িত্বও দেওয়া হয়। মূলত ভোটারদের প্রভাবিত করতেই অনৈতিকভাবে বিধায়ক হওয়ার আগেই দলীয় প্রার্থীকে মন্ত্রী করে দেয় মোদির দল। এত কাণ্ডের পরেও ভোটে হেরে মুখ পোড়ালেন বিজেপির মন্ত্রী সুরেন্দ্র। রাজস্থানের করণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের নির্বাচনে হেরে গেলেন তিনি।

গত বছরের নভেম্বরে বিধানসভা নির্বাচনের সময় ওই কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী গুরমিত সিং কুনারের মৃত্যুতে নির্বাচন স্থগিত রাখা হয়। পরে ওই কেন্দ্রে নির্বাচনের দিন ঘোষিত হয়। নির্বাচনে নামার আগেই বাকি মন্ত্রীদের সঙ্গে শপথ পাঠ করানো হয় সুরেন্দ্র পাল সিংকে। সম্প্রতি সেখানে বিধানসভা নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ার পর দেখা যায় প্রয়াত গুরমিত সিং-এর পুত্র রুপিন্দর সিং বিজেপির সুরেন্দ্র পাল সিংকে ১২,০০০ ভোটে পরাজিত করেছেন। এই জয়ের পর রাজস্থান বিধানসভায় কংগ্রেসের সংখ্যা ৬৯ থেকে ৭০ হল, অন্যদিকে বিজেপি ১১৫টি বিধানসভা আসন জিতেছে। সদ্য প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও কংগ্রেস নেতা অশোক গেহলট বিজেপি মন্ত্রীর পরাজয়কে কটাক্ষ করে বলেছেন, করণপুরের মানুষ ভারতীয় জনতা পার্টির অহংকারকে পরাজিত করল। জনগণ বিজেপিকে নৈতিকতার পাঠ শেখাল। ভোটারদের প্রভাবিত করতে বিজেপি ভোটের আগেই নিজেদের প্রার্থীকে মন্ত্রী বানিয়ে আচরণবিধি ও নৈতিকতা লঙ্ঘন করেছিল। কিন্তু ভোটাররা বিজেপিকে নির্বাচনে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়েছে।

মোদিরাজ্যে বিলকিসকাণ্ড একনজরে

প্রতিবেদন : মোদিরাজ্য গুজরাতে বিলকিস বানোর গণধর্ষণের ঘটনাটি যেমন স্বাধীন ভারতের এক বীভৎস লজ্জাজনক ইতিহাস, একইভাবে বিলকিসের গণধর্ষণ ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের হত্যার অপরাধীদের জেল থেকে মুক্তির সিদ্ধান্ত দেশের বিচারব্যবস্থার ইতিহাসে এক কলঙ্কিত অধ্যায়। রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মদতে হিন্দুত্ববাদী দুষ্কৃতীদের পৃষ্ঠপোষকতা ও সংখ্যালঘুদের উপর ভয়াবহ নির্যাতনের যে ছবি বিজেপি রাজ্য দেখিয়েছে, সেটাই হল মোদি-শাহের প্রকৃত গুজরাত মডেল।

২০০২ সালে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জমানায় গুজরাত দাঙ্গার ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি প্রত্যক্ষ করেছিল গোটা দেশ। ওই দাঙ্গার সময় গণধর্ষিত হন বিলকিস বানো। সেই সময় ৫ মাসের গর্ভবতী ছিলেন বিলকিস। তাঁর চোখের সামনেই ৩ বছরের কন্যা সহ পরিবারের ৭ সদস্যকে কুপিয়ে খুন করা হয়। এই ঘটনার বিচার চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হন বিলকিস বানো। ২০০৮ সালে মুম্বইয়ের বিশেষ সিবিআই কোর্ট অভিযুক্তদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়। পরে বম্বে হাইকোর্টও সেই রায় বহাল রাখে। ১৫ বছর কারাবাসের পর ১১ আসামীর মধ্যে একজন সুপ্রিম কোর্টে মুক্তির আবেদন করে। তখন সুপ্রিম কোর্ট সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভার ঠেলে দিয়েছিল গুজরাত হাইকোর্টে।

গুজরাত সরকারকে আসামিদের সাজা মকুবের বিষয়টি খতিয়ে দেখার নির্দেশ দিয়েছিল আদালত। গুজরাত সরকার এই বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য একটি কমিটি গঠন করে। ওই কমিটিই ১৯৯২ সালের মাফ করার নীতিতে ১১ জনের মুক্তির সুপারিশ করে। কমিটির তরফে বলা হয়, ১১ জনই সংস্কারী ব্রাহ্মণ। ১১ বছর সাজা ভোগ করেছে তারা এবং জেলেও তারা ভাল আচরণ করেছে। ২০২২ সালে স্বাধীনতা দিবসের দিন গুজরাত সরকার অভিযুক্তদের মুক্তি দেয়। নায়কের সম্মান দিয়ে ধর্ষণ ও হত্যার অপরাধীদের ফুল-মালায় বরণ করে নেন স্থানীয় বিজেপি বিধায়ক ও নেতারা। নির্লজ্জভাবে তাদের স্বাগত জানায় গেরুয়া শিবির। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দেশজুড়ে সমালোচনার ঝড় ওঠে। বিলকিস বানো গুজরাত সরকারের এই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন। ১১ দিনের শুনানির পর গত অক্টোবর মাসে এই মামলার রায় সংরক্ষিত রাখে বিচারপতি বিভি নাগারত্ন ও বিচারপতি উজ্জ্বল ভুইয়ার বেঞ্চ। সোমবার শীর্ষ আদালতের তরফে জানানো হয়, অপরাধীদের ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত ভুল ছিল। তাদের আবার জেলে পাঠাতে হবে।

মালদ্বীপ-অস্বস্তি বাড়ছে হাইকমিশনারকে তলব

প্রতিবেদন: ভারতে নিযুক্ত মালদ্বীপের হাইকমিশনারকে তলব করে সেদেশের মন্ত্রীদের বক্তব্যের প্রতিবাদ জানাল বিদেশ মন্ত্রক। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে মালদ্বীপের তিন মন্ত্রী যে 'অবমাননাকর' মন্তব্য করেছিলেন তাতে ক্ষুব্ধ হয়েই নয়াদিল্লিতে নিযুক্ত মালদ্বীপের হাইকমিশনারকে তলব করে ভারত। পরিস্থিতি সামাল দিতে তিন মন্ত্রী আব্দুল্লাহ মাইজুম মজিদ, মরিয়ম শিউনা ও মালশা শরিফকে সাসপেন্ডও করেছেন প্রধানমন্ত্রী মহম্মদ মুইজু। মালদ্বীপের হাইকমিশনার ইব্রাহিমকে সোমবার তলব করা হয়।মোদিকে নিয়ে অবমাননাকর মন্তব্যের ব্যাপারে নয়াদিল্লির গভীর উদ্বেগের কথা মালদ্বীপের হাইকমিশনারকে জানিয়ে দিয়েছে ভারতের বিদেশ মন্ত্রক।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লাক্ষাদ্বীপ সফর করেন। এরপর তিনি সফরের কিছু ছবি ও ভিডিও পোস্ট করেন। সেখানে তাঁকে স্নোরকেলিং করতে দেখা যায়, যা ভাইরাল হয়। ভারতীয়দের মালদ্বীপের বদলে সেই দ্বীপে ভ্রমণেরও আবেদন করেছিলেন তিনি। তারপরই মালদ্বীপের ওই তিন মন্ত্রী ও কয়েকজন নেতা মোদির বিরুদ্ধে 'আপত্তিকর' মন্তব্য করেন। এতেই ক্ষুব্ধ কেন্দ্র। এমনিতেই চিন ঘনিষ্ঠ বর্তমান মালদ্বীপ সরকারের ভূমিকা নিয়ে চাপে আছে নয়াদিল্লি। তার উপর সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে উত্তেজনা বেড়েছে।

দু'হাজারি নোট বদল এবার পোস্ট অফিসে

প্রতিবেদন : ২ হাজার টাকার নোট বদলের জন্য আরও একদফা সুযোগ দিতে চলেছে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। আরবিআই-এর তরফে জানানো হয়েছে, এবার পোস্ট অফিস-এর মাধ্যমে পরিবর্তন করা যাবে এই নোট। আরবিআই জানিয়েছে, ২০০০ টাকার নোট বদলাতে নাগরিকদের একটি ফর্ম ফিলাপ করতে হবে। যা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করে ফর্ম পূরণ করে পোস্ট অফিসের মাধ্যমে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে পাঠাতে হবে। যে কোনও পোস্ট অফিসেই এই সুবিধা পাওয়া যাবে। এভাবে সর্বাধিক ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত ২ হাজারের নোট বদল করা যাবে। উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক সময় ২০০০ টাকার নোট বদলের জন্য ব্যাপক লাইন দেখা গিয়েছে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে। এই পরিস্থিতি এড়াতে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের তরফে নেওয়া হয়েছে পোস্ট অফিসের মাধ্যমে নোট বদলের পদক্ষেপ।

জানাল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক

মসজিদ খালি না করলে ভয়ঙ্কর পরিণতি! হুঁশিয়ারি বিজেপি নেতার

প্রতিবেদন: ফের চরম বিতর্কিত মন্তব্য করলেন কর্নাটকের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা কেএস ঈশ্বরাপ্পা। সাম্প্রদায়িক জিগির তুলে প্রকাশ্যে খুনোখুনির হুমকি দিয়েছেন মোদির দলের এই নেতা। কর্নাটকের প্রাক্তন গ্রামীণ বিকাশ ও পঞ্চায়েতরাজ মন্ত্রী ঈশ্বরাপ্পা জনসভায় দাঁড়িয়ে মসজিদ নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করেছেন। দ্রুত মসজিদ খালি না করলে ভয়ঙ্কর পরিণতিরও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। তাঁর এই মন্তব্যের কড়া সমালোচনা করেছে বিরোধী দলগুলি। বিরোধীদের অভিযোগ, লোকসভা ভোট এগিয়ে আসতেই চেনা ছকে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের কুৎসিত খেলা শুরু করেছেন নরেন্দ্র মোদির দল। সমাজে সাম্প্রদায়িক হানাহানি ও অশান্তির পরিবেশ তৈরি করে রাজনৈতিক লাভ পেতে চাইছে বিজেপি। তাই দলের নেতারা অবাধে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষপূর্ণ মন্তব্য, এমনকী খুনের হুঁশিয়ারি দেওয়ার সাহস পাচ্ছেন।

ভোট আসতেই শুরু ধর্মীয় মেরুকরণের ছক

বিজেপি নেতা ঈশ্বরাপ্পা বলেন, মন্দির ভেঙে যে জায়গাগুলিতে মসজিদ তৈরি হয়েছে, সেগুলিকে অতি দ্রুত খালি করে দিতে হবে। তাঁর হুমকি, মসজিদ খালি না করলে ভয়ঙ্কর পরিণতি হবে। বেলাগাভিতে হিন্দু শ্রমিক সংগঠনের সম্মেলনে ভাষণ দিতে গিয়ে ঈশ্বরাপ্পা বলেন, মথুরা-সহ আরও দু'টি জায়গা বিবেচনায় রয়েছে। আজ বা কাল আদালত যেদিনই রায় দিক না কেন, আমরা মন্দির নির্মাণের কাজ চালিয়ে যাব। এই নিয়ে কোনও সন্দেহ থাকা উচিত নয়। কর্নাটকের বিজেপি নেতার কথায়, যেসব এলাকায় মন্দির নির্মাণ করা হয়েছে, সেসব এলাকায় মুসলিমদের স্বেচ্ছায় মসজিদ খালি করতে হবে। অন্যথায় কতজনের মৃত্যু হবে এবং কী কী ঘটবে আমরা জানি না। প্রসঙ্গত, এই প্রথম নয়, এর আগেও একাধিকবার সাম্প্রদায়িক উসকানিমূলক মন্তব্যের অভিযোগ রয়েছে ঈশ্বরাপ্পার বিরুদ্ধে।

দেশ বিদেশ

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ইন্ডিয়া জোটের পক্ষ থেকে কংগ্রেস ফের নির্বাচন কমিশনকে ইভিএম, ভিভিপ্যাট নিয়ে বৈঠক করতে অনুরোধ করল। কংগ্রেস সাংসদ জয়রাম রমেশ আবার ইন্ডিয়ার প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করার আর্জি জানিয়ে নির্বাচন কমিশনকে চিঠি লিখেছেন

উত্তরের পর এবার প্রতিবাদ দক্ষিণ ভারতে

প্রতিবেদন: কেন্দ্রের আশ্বাসে ভরসা নেই। তাই প্রতিবাদ থেকে পিছু হঠছেন না ট্রাক মালিকরা। নতুন ভারতীয় ন্যায় সংহিতার অধীনে হিট এন্ড রান-এর ঘটনায় কঠোর আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ অব্যাহত। উত্তরের রাজ্যগুলির পর এবার দক্ষিণেও কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন তিন আইনের বিরুদ্ধে অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘটের ডাক দিল ফেডারেশন অফ কর্নাটক ট্রাক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন। কেন্দ্রের কালা কানুনের বিরুদ্ধে আগামী ১৭ জানুয়ারি থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ট্রাক, বাস এবং ট্যাক্সি ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে কর্নাটক ট্রাক-ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন। সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নতুন আইন অনুযায়ী, দুর্ঘটনা ঘটার পর পুলিশকে না জানিয়ে পালিয়ে গেলে ট্রাক চালকের ১০ বছরের জেল বা ৭ লক্ষ টাকা জরিমানা হতে পারে। আর এই আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতেই অনির্দিষ্টকালের জন্য প্রতিবাদে নামছে সংগঠন। সাংবাদিক সম্মেলনে ফেডারেশন অফ কর্নাটক লরি ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সি নবীন রেড্ডি বলেন, যদিও কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের এই আইন নিয়ে আলোচনার জন্য ডেকেছিল, তবে কর্মকর্তারা লিখিতভাবে কিছু জানায়নি। মৌখিক আশ্বাসে কোনও ভরসা নেই। এই আইন কেন্দ্রীয় সরকার একতরফাভাবে করেছে।

কেন্দ্রের কালা কানুন

চিল্কা হ্রদে বেড়াতে গিয়ে আচমকাই পথ হারালেন মন্ত্রী

প্রতিবেদন : চিল্কা হ্রদে বেড়াতে গিয়ে আচমকা পথ হারিয়ে ফেলেন কেন্দ্রীয় মৎস্য ও পশুপালনমন্ত্রী পরষোত্তম রূপালা। টানা দু'ঘণ্টা জলেই আটকে থাকতে হয় মোদি সরকারের মন্ত্রী এবং তাঁর সঙ্গীদের। পরে অন্য নৌকা তাঁদের উদ্ধার করে। জানা গিয়েছে, রবিবার বিকেলে চিল্কা হ্রদে গিয়েই আটকে পড়েন কেন্দ্রীয় মৎস্য ও পশু প্রতিপালন মন্ত্রী। তাঁর সঙ্গে আটকে পড়েন বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র সম্বিত পাত্র-সহ অনেকেই। সূত্রের খবর, প্রায় দু'ঘণ্টা নৌকায় আটকে থাকেন তাঁরা। সম্প্রতি, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পরষোত্তম মৎস্যজীবীদের সঙ্গে দেখা করতে ওড়িশা সফরে গিয়েছিলেন। এটি ছিল তাঁর 'সাগর পরিক্রমা' প্রকল্পের পর্ব। রবিবার খুরদা জেলার বরকুল থেকে নৌকায় ওঠেন। গন্তব্য ছিল পুরী জেলার সাতপাড়া এলাকা। চিল্কা হ্রদের উপর দিয়ে সাতপাড়া যাওয়ার পথে আচমকাই হ্রদের মাঝে তাঁদের নৌকা থেমে যায়। প্রথমে মনে করা হয়েছিল, জলে বিছিয়ে রাখা মাছ ধরার জালে মৎস্যমন্ত্রীর নৌকা হয়তো আটকে গিয়েছে। কিন্তু পরে মন্ত্রীই জানান আসল কারণ। তিনি সাতপাড়ায় গিয়ে সাংবাদিকদের জানান, তাঁদের নৌকার মাঝি পথ হারিয়ে ফেলেছিলেন। তাই জলে আটকে পড়েছিলেন। অন্ধকারও হয়ে এসেছিল।

আমাদের নৌকা যিনি চালাচ্ছিলেন, তিনি এই রাস্তায় নতুন। তাই আমরা পথ হারিয়ে ফেলি। সাতপাড়া পৌঁছতে আমাদের দু'ঘণ্টা বেশি সময় লেগেছে।

বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক অটুট থাকবে, হাসিনাকে জয়ের শুভেচ্ছা ভারতের

খায়রুল আলম, ঢাকা: জয়ের শুভেচ্ছা জানিয়ে বন্ধুত্ব অটুট রাখার বার্তা। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিপুল জয়ের জন্য আওয়ামি লিগ সভানেত্রী তথা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানালেন ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা। সোমবার সকালে ঢাকার গণভবনে বিদেশি রাষ্ট্রদূতদের মধ্যে তিনিই প্রথম যিনি শেখ হাসিনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ও তাঁকে জয়ের জন্য অভিনন্দন জানান। এদিন হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও ভারতের জনগণের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। পাশাপাশি ভারতীয় হাইকমিশনারের পক্ষ থেকে মন্তব্য করা হয়, শেখ হাসিনার নতুন মেয়াদে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সম্পর্ক আরও জোরদার হবে।

প্রণয় ভার্মা এদিন জানান, স্থিতিশীল, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নে ভারত বাংলাদেশকে সবসময় সমর্থন ও সহযোগিতা প্রদান করবে। এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি উল্লেখ করেন, মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকেই দুই দেশের অভিন্ন আত্মত্যাগের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে এই সম্পর্ক ও দীর্ঘ বন্ধুত্ব।

নির্বাচনের পর শুধুমাত্র ভারত নয়, বাংলাদেশে নিযুক্ত রাশিয়া, চিন, ভুটান, সিঙ্গাপুর, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, পাকিস্তান, ব্রাজিল ও মরক্কোর রাষ্ট্রদূতদের পক্ষ থেকে আওয়ামি লিগ সভানেত্রী ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সৌজন্যসাক্ষাৎ করা হয়। এছাড়াও এদিন হাসিনার সঙ্গে দেখা করে তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন আগা খান ডিপ্লোমেটিক রিপ্রেজেনটেটিভ-এর প্রতিনিধিরা। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামি লিগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে। রেকর্ড ভোটে জয়ী হাসিনাও। ওপার বাংলার প্রধানমন্ত্রীকে জয়ের অভিনন্দন জানিয়েছেন এপার বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও।

উত্তর গাজার দখল সম্পূর্ণ, দাবি ইজরায়েলের

প্রতিবেদন: হামাসমুক্ত করার হুঁশিয়ারি দিয়ে তিন মাস ধরে লাগাতার রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর এবার গাজার উত্তরপ্রান্ত পুরোপুরি নিজেদের দখলে নিল ইজরায়েল। দাবি করেছে ইজরায়েল ডিফেন্স ফোর্স (আইডিএফ)। তাদের দাবি, গাজার উত্তর প্রান্তে হামাসের যত 'কমান্ড হাব' এবং ডেরা ছিল সেগুলি পুরোপুরি দখলে আনা গিয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে উত্তরের অভিযান সম্পূর্ণ করে এবার গাজার দক্ষিণ প্রান্তে এগোনোর পরিকল্পনা রয়েছে ইজরায়েলি সেনার। আইডিএফ দাবি করেছে, গাজার উত্তরপ্রান্ত থেকে পিছু হঠার পর এখন হামাস জঙ্গিরা আশ্রয় নিয়েছে দক্ষিণ গাজায়। তাই এবার দক্ষিণ গাজা থেকে হামাসের চক্র নির্মূল করার প্রস্তুতি আইডিএফের।

বিলকিস মামলায় ঐতিহাসিক রায়

(প্রথম পাতার পর)

গুজরাতে বিজেপি সরকারের আমলে নারী-নির্যাতন, মহিলাদের নিরাপত্তা যে কত তলানিতে গিয়ে পৌঁছেছে সুপ্রিম কোর্টের রায় তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। সোমবার এভাবেই বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দাগল তৃণমূল নেতৃত্ব।

তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক তথা মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, সুপ্রিম কোর্ট বিজেপির গালে থাপ্পড় মেরেছে। নারীকে সম্মান দিও না, এটাই হচ্ছে গুজরাত মডেল। নারীকে ধর্ষণ করো, এটাই হচ্ছে গুজরাত মডেল। শীর্ষ আদালতের তরফে বলা হয়েছে, গুজরাত সরকারের এই ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আইনত এক্তিয়ারই ছিল না। এটা সম্পূর্ণ বেআইনি। সুপ্রিম রায়েই প্রমাণ, ২০০২ সালের মে মাসে গুজরাত সরকার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, তা তথ্য লুকানো ও প্রতারণা।

রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা বলেন, বিজেপি বিলকিসের ধর্ষকদের মালা পরাচ্ছে, তিলক দিচ্ছে, মিষ্টি খাওয়াচ্ছে। এতটাই ঔদ্ধত্য, এতটাই নারী-বিদ্বেষ ওদের মধ্যে। বিজেপি বলেছিল, ধর্ষকরা নাকি ভুলবশত ধর্ষণ করেছে!

সুপ্রিম কোর্ট বিলকিস বানুর মামলাতে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছে, যারা গণধর্ষণ করেছিল তাদের সঙ্গে গুজরাত সরকারের অশুভ আঁতাতে রয়েছে। উচ্চ আদালতের কাছে গুজরাত সরকার তথ্য চেপে গিয়েছে, শুধু তাই নয় ভুল তথ্য দিয়েছে, যা প্রতারণার শামিল। ভারতীয় জনতা পার্টি তাদেরই মালা আর তিলক পরাচ্ছে, মিষ্টি খাওয়াচ্ছে— যারা গণধর্ষণ করেছে। গুজরাতে মহিলাদের সম্মান কোথায়? বিলকিস বানু ২০০২ থেকে লড়ছেন। এরা দানব। আর তাদের মদতদাতা বিজেপি। রাজনীতি নয়, তবে এই লড়াইয়ে বিলকিসের পাশে তৃণমূল থাকবে। এই রায় দেওয়ার জন্য সুপ্রিম কোর্টের কাছেও আমরা কৃতজ্ঞ। আইন বলছে, যদি গণধর্ষণ হয়ে থাকে এবং দোষীরা আজীবন শাস্তি পেয়ে থাকে, তাহলে তাদের কোনও মুক্তি নেই।

বিলকিসের প্রতি অন্যায় করেছে গুজরাত সরকার। উত্তরপ্রদেশের মতো বুলডোজার চালিয়েছে। আজ সুপ্রিম কোর্ট যা রায় দিয়েছে, গুজরাত সরকার তার জবাব দিক। এই বিজেপি ক্ষমতায় থাকলে মহিলাদের সম্মান থাকবে না। বিলকিসের ১৯ বছরের মেয়ে আইনি লড়াই করছে। তাঁর সাহসিকতাকে কুর্নিশ। বিলকিসের ঘটনা নির্মম বললেও কম, এটা দানবীয়।

গুজরাত সরকারের আসামিদের মুক্তির সিদ্ধান্তকে ভুল বলে, ১১ জন আসামিকেই আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিলকিস বানো গণধর্ষণ মামলায় যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত অভিযুক্তদের সাজার মেয়াদ পূরণের আগেই মুক্তি দেওয়া নিয়ে প্রশ্নও তুলল সুপ্রিম কোর্ট। বিলকিস বানোকে গণধর্ষণে অভিযুক্ত ১১ জনকে ২০২২ সালে মুক্তি দিয়েছিল গুজরাত সরকার। সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করেই সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন বিলকিস বানো।

এ-দিন শীর্ষ আদালতের তরফে গুজরাত সরকারের বিলকিস বানোর ১১ ধর্ষককে মুক্তির সিদ্ধান্ত বাতিল করা হয়। গুজরাত সরকারের উচিত ছিল ২০০২ সালের আদালতের নির্দেশ পুনর্বিবেচনার আবেদন করা। সুপ্রিম কোর্টের তরফে বলা হয়, নির্যাতিতার অধিকার সংরক্ষণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মহিলাদের সম্মান করা উচিত।

পাঁচ বছরের খুদেকে সজ্ঞানে রেখেই মাথার অস্ত্রোপচার

প্রতিবেদন: চিকিৎসাবিজ্ঞানের ওপর নেটফ্লিক্সের বিখ্যাত সিরিজ 'দ্য গুড ডক্টর'-এ এমন অনেক অস্ত্রোপচারের ঘটনা দেখানো হয়েছে যা দেখে হয়তো অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে। সজ্ঞানে থাকা রোগীর মস্তিষ্কের অস্ত্রোপচারের ঘটনায় যাঁরা শিউরে উঠেছেন তাঁরা হয়তো এটা জানেন না যে সেই চিকিৎসা এখন ভারতেই হয়। এমনকী এবার সেরকম এক অস্ত্রোপচারের পরীক্ষা সফলভাবে পাশ করল ৫ বছরের এক খুদে।

অ্যাওয়েক ক্র্যানিওটমি হল এমন এক অস্ত্রোপচার যেখানে রোগীকে সজাগ রেখে মাথার খুলির একটা অংশ খুলে রেখে মস্তিষ্ককে বাইরে এনে তাতে প্রয়োজনীয় অস্ত্রোপচার করা হয়। পরে আবার তা নিজের জায়গায় রেখে জুড়ে দেওয়া হয় মাথার খুলি। গোটা প্রক্রিয়াটি চলে লোকাল অ্যানাস্থাসিয়া করে। রোগীর শারীরিক সমস্যার কারণে মস্তিষ্কের এই ধরনের অস্ত্রোপচারের সময় অজ্ঞান করা সমস্যাজনক হয়। ঠিক তেমনটাই হয়েছিল দিল্লির ৫ বছরের ছোট্ট মেয়ের ক্ষেত্রেও।

পেরিসিলভিয়ান ইনট্রাক্সিয়াল টিউমারে আক্রান্ত ওই শিশুর ক্ষেত্রে অজ্ঞান করার সমস্যা ছিল। ফলে দিল্লির এইমস-এর চিকিৎসকরা অ্যাওকেন ক্র্যানিওটমির পথ বেছে নেন। কিন্তু এক্ষেত্রে সব থেকে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল শিশুটির বয়স ৫ বছর, যার পক্ষে ভয় পেয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু সেই চ্যালেঞ্জ অনায়াসে পার করে যায় ওই খুদে। সেইসঙ্গে বিশ্বের সর্বকনিষ্ঠ রোগী হিসাবে এই অস্ত্রোপচারের পরীক্ষায় লেটার মার্কস পেয়ে পাশ করেছে সে।

গঙ্গাসাগরে ৭০০ কোটির প্রকল্পের উদ্বোধন

(প্রথম পাতার পর)

এরপর যান ভারত সেবাশ্রম সংঘে। সেখানেও স্বামীজিদের সঙ্গে একান্ত আলাপচারিতায় দেখা যায় তাঁকে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার কুম্ভমেলাকে সাহায্য করলেও গঙ্গাসাগরকে কোনও সাহায্য করে না। জাতীয় মেলার স্বীকৃতিও দেয়নি। রাজ্য সরকারই সমস্ত ব্যবস্থা করে এখানে। পুণ্যার্থীদের থাকার ব্যবস্থা, মেডিক্যাল ক্যাম্প, এয়ার অ্যাম্বুলান্স, ১০ হাজার শৌচাগার, ৮ কোটি টাকা ব্যয়ে আলোকসজ্জা, লট ৮, কচুবেড়িয়াতে আমাদের মন্ত্রীরা ও প্রশাসন দায়িত্ব সামলান।

এদিন প্রশাসনে যোগ্য ব্যক্তিদের কাজে লাগানো প্রসঙ্গে বলেন, যাঁরা যোগ্য ও দক্ষ তাঁদের অভিজ্ঞতাকে আমরা কাজে লাগাই। বিদায় দিই না। ৬০ বছর হলেও তাঁদের সারাজীবনের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে সামনের দিকে এগোই। সোমবার গঙ্গাসাগরে বললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন একদিকে মুখ্যসচিব বিপি গোপালিকা, সদ্য অবসরপ্রাপ্ত এইচ কে দ্বিবেদী, আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় ও নতুন ডিজি রাজীব কুমারকে সঙ্গে নিয়ে গঙ্গাসাগরে পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁদের মধ্যে দু'জন এখন উপদেষ্টা। ওঁদের অভিজ্ঞতাকে আমরা কাজে লাগাচ্ছি।

জন্মদিনে হরগোবিন্দ খোরানা

ভারতীয় বংশোদ্ভূত বিখ্যাত বিজ্ঞানী জীব-রসায়নবিদ হরগোবিন্দ খোরানা। শারীরবিদ্যা বিভাগে পেয়েছিলেন নোবেল পুরস্কার। প্রোটিন সংশ্লেষে জিনের ভূমিকা বের করাই ছিল তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু। আজ জন্মদিনে তাঁকে শ্রদ্ধা জানালেন **অর্পণ পাল**

আমরা যেসব ভারতীয়ের জন্য সত্যিকারের গর্ববোধ করি, তাঁদের মধ্যে প্রথম সারিতেই থাকেন এই মানুষটি। তাঁর কৃতিত্বকে আমাদেরই অর্জন বলে গণ্য করি; অথচ, তিনিই এক কালে এই দেশের নাগরিকত্ব ছেড়ে হয়েছিলেন আমেরিকার পাকাপাকি বাসিন্দা এবং নাগরিকও, সেই পরিচয়েই তাঁর নোবেল-লাভ।

হ্যাঁ, আমরা বিখ্যাত রসায়নবিদ হরগোবিন্দ খোরানার কথা বলছি। ভারতীয় বংশোদ্ভূত এই বিজ্ঞানী আমেরিকান নাগরিক হয়ে গিয়েছিলেন ১৯৬৬ সাল থেকেই (নোবেল পাওয়ার দু-বছর আগে), অথচ বড় হওয়া এবং পড়াশুনো অবিভক্ত ভারতে (এখনকার পাকিস্তানের মুলতান-এর রাইপুর গ্রামের ভূমিপুত্র) হলেও তাঁকে আমরা ভারতীয় বলেই জেনে এসেছি। নোবেল পুরস্কার পাওয়া এই গ্রহের সবচেয়ে সম্মানের একটা ব্যাপার, সেই তালিকায় যত বেশি এ দেশের মানুষের নাম থাকবে, আমাদের গর্ব তো ততটাই বাড়তে থাকবে, তাই না?

ছোট্ট করে জীবন-কথা

অত্যন্ত গরিব এক হিন্দু পরিবারে জন্ম তাঁর। বাবা গণপত রাই খোরানা ছিলেন সরকারি দফতরের একজন নিচুতলার কর্মী। মাইনে পেতেন খুবই সামান্য, তাতে সংসার চলত না মোটেই। ওইরকম দারিদ্র্যের মধ্যে থেকেও তাঁর বাবা তাঁর এবং আরও চারটি সন্তানের জন্য পড়াশুনোর বন্দোবস্ত যতটা পেরেছিলেন করেছিলেন। এতটাই অভাবের সংসার ছিল যে ছোটবেলায় তাঁকে রোজ ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে আশেপাশের বাড়ি থেকে রান্নার জন্য জ্বালানি কাঠ কুড়িয়ে বা চেয়েচিন্তে আনতে হত। আর ওইরকম একটা পরিবারে স্বাভাবিকভাবেই কেউ বাচ্চার জন্মতারিখ নির্দিষ্ট করে নথিভুক্ত করে রাখে না, যে কারণে তাঁর জন্মসাল ১৯২২ খ্রিস্টাব্দ হিসেবে জানা থাকলেও নির্দিষ্ট করে জন্ম-তারিখটা বলা যায় না। তবু তিনি নিজে সারা জীবন ওই বছরের জানুয়ারির ৯ তারিখটাকে নিজের জন্মদিন বলে মেনে চলেছিলেন। সেই হিসেবে আজ তাঁর জন্মদিন। একশো পেরিয়ে তিনি আরও দু-বছরে পা দিলেন।

মেধাবী ছাত্র

গ্রামের একটি স্কুলে পড়বার পর তিনি ভরতি হন লাহোরের পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে। এখান থেকেই রসায়ন নিয়ে বিএসসি এবং এমএসসি পাশ করেন ১৯৪৫ সালে। ওই বছরেই ভারত সরকার একটা নতুন স্কিম শুরু করে, খুব মেধাবী ছাত্রদের মধ্যে থেকে বেছে কয়েকজনকে বিদেশে পড়তে বা গবেষণা করবার জন্য পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। খোরানা, সৌভাগ্যক্রমে ওইরকম একটা দলে ঢুকে যেতে পেরেছিলেন। এরপর তিনি চলে গেলেন ইংল্যান্ডে, লিভারপুল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডিও করে ফেললেন বছর তিনেক বাদে। তাঁর গবেষণা ছিল ছত্রাক এবং পতঙ্গ মারবার ওষুধ নিয়ে।

গবেষণার শুরু

ততদিনে দেশ স্বাধীন হয়েছে। যদিও সবকিছুই যথেষ্ট অগোছালো। দেশের মাটিতে তখন জীব-রসায়ন বিষয়টায় উন্নত গবেষণার উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে ওঠেনি মোটেই। সুতরাং তখন যে দেশে ফিরে লাভ নেই এটা তিনি বুঝে গিয়েছিলেন। আর তাঁর জীবনও একটা অন্যপথে বাঁক নিল ওই '৪৮ সালেই। তখন তাঁর সঙ্গে সদ্য আলাপ হয়েছে এস্থার সিবলার (Esther Sibler) নামে সুইৎজারল্যান্ডের এক মহিলার। তিনিই খোরানাকে বুঝিয়েসুঝিয়ে রাজি করান, যাতে খোরানা এক্ষুনি দেশে না ফিরে সুইৎজারল্যান্ড থেকে বছরখানেকের জন্য পোস্ট ডক্টরাল রিসার্চ করে ফেরেন। খোরানা চললেন সেই দেশে, যদিও তাঁর পকেটে তখন পয়সাকড়ি নেই বিশেষ। খুবই কষ্টেসৃষ্টে তিনি সেখানে ভ্লাদিমির প্রিলোগ (Vladimir Prelog) নামে জৈব-রসায়নের জগতে বিখ্যাত এক অধ্যাপকের কাছে গবেষণা করলেন বছরখানেক, এরপর চলে গেলেন কেমব্রিজে। এই ভ্লাদিমির সাহেবের সঙ্গে থাকবার ফলে তাঁর মনোজগতে বেশ বড় একটা পরিবর্তন আসে, বিজ্ঞানের দর্শনের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ওই সময় থেকেই শুরু। আর কেমব্রিজে যাওয়ার পর সেখানে সঙ্গ পেলেন দুই বড় মাপের ব্রিটিশ জীব-রসায়নবিদ জর্জ ওয়ালেস কেনার (George Wallace Kenner) এবং আলেকজান্ডার আর টড (Alexander R. Todd)-এর। এখানে থাকবার সময়েই তাঁর আগ্রহ জন্মায় প্রোটিন এবং নিউক্লিক অ্যাসিডের প্রতি।

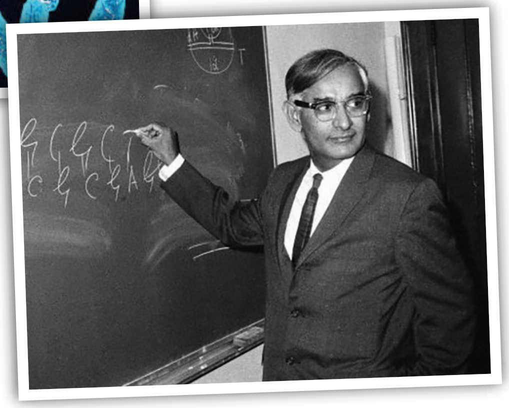

জীবদেহের মধ্যেকার প্রোটিনের মূল উপাদান এই নিউক্লিক অ্যাসিডের রাসায়নিক গঠন নিয়ে তখন তিনি মেতে উঠেছেন। ওই সময় কেমব্রিজে আরও একাধিক বিজ্ঞানী বিভিন্ন ধরনের প্রোটিন নিয়ে কাজ করছিলেন, সেই দলে ঢুকে গেলেন খোরানাও। এঁদের মধ্যে প্রায় অনেকেই পরে নোবেল পেয়েছিলেন।

নোবেল

ইতিমধ্যে ১৯৫২ সালে তিনি ব্রিটিশ কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানোর ডাক পেয়ে গিয়েছেন। এখানে যতদিন ছিলেন, ততদিন এবং এরপর যেখানে যোগ দেন সেই উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়েও আসবার পর তিনি গবেষণা করতে থাকেন ওই নিউক্লিক অ্যাসিড নিয়েই। আর ওই ১৯৫২ সালেই তিনি বিয়ে করেন এস্থার সিবলার-কে। এই মানুষটির অবদান খোরানার জীবনে সবচেয়ে বেশি। তাঁর গবেষণার ফলাফল তাঁকে স্বীকৃতি দিতে কার্পণ্য করেনি। ১৯৬৮ সালে যখন ঘোষণা করা হল সে বছরের শারীরবিদ্যায় নোবেল প্রাপকদের নাম, তখন তিনজনের সেই তালিকায় দেখা গেল স্থান পেয়েছেন হরগোবিন্দ খোরানা, বাকিরা হলেন মার্শাল নিরেনবার্গ (Marshall Nirenberg) আর রবার্ট হলি (Robert Holley)। এঁরা দুজনেই আমেরিকান।

নোবেল ছাড়াও খোরানা সম্মানিত হয়েছেন আরও বহুভাবে, বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকেই। আমেরিকার 'ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্স'-এর সদস্যপদ পেয়েছিলেন (১৯৬৬), পেয়েছিলেন রয়্যাল সোসাইটির সদস্যপদ (১৯৭৮), আমাদের দেশ থেকে পেয়েছিলেন পদ্মবিভূষণ (১৯৬৯), এবং বছর কয়েক আগে ২০০৭ সালে তাঁর সম্মানে ভারত এবং আমেরিকার মধ্যে 'খোরানা প্রোগ্রাম' নামে একটা কর্মসূচি চালু হয়, যেখানে এই দুই দেশের মধ্যে বিজ্ঞান এবং আরও কিছু ক্ষেত্রে দক্ষ কর্মীর আদানপ্রদান সহজতর এবং ঝঞ্ঝাটহীন হয়। হরগোবিন্দ প্রয়াত হয়েছেন ২০১১ সালের জুন মাসে। তার আগেই পৃথিবী ছেড়েছিলেন তাঁর স্ত্রী এবং এক মেয়ে। এখন অন্য দুই মেয়ে বেঁচে। এ দেশের এক সময়কার বাসিন্দা হলেও পরে তিনি আমেরিকার জীবন-যাপনেই অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন।

তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু

তাঁর গবেষণার মূল লক্ষ্য ছিল আরএনএ-যুক্ত (রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড, দেহকোষে থাকা এক ধরনের জটিল রাসায়নিক অণু, যা প্রোটিন সংশ্লেষে বিশেষ ভূমিকা নেয়) জিন-এর রাসায়নিক গঠন বের করা। পরে তিনি এবং তাঁর সহ-গবেষকেরা কোষের নিউক্লিক অ্যাসিডের মধ্যে থাকা নিউক্লিওটাইড কীভাবে প্রোটিন তৈরিতে সাহায্য করে, সেটা বের করবার কাজে যুক্ত হয়েছিলেন। প্রোটিন সংশ্লেষে জিনের ভূমিকা বের করাই তাঁদের নোবেল এনে দিয়েছিল। আমাদের অনেকেই জানি যে মোটামুটি বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের শুরুর দিকে কেমব্রিজেই দুই গবেষক জেমস ওয়াটসন আর ফ্রান্সিস ক্রিক-এর হাত ধরে কোশের আর এক দরকারি উপাদান ডিএনএ-র (ডি-অক্সিরাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড) গঠন আবিষ্কৃত হয়। পরবর্তী সময়ে জিনতত্ত্ব যেভাবে নতুন-নতুন দিকে বাঁক নিতে থাকে (যেমন জিনের প্রতিরূপ তৈরি বা কৃত্রিম জিন তৈরি) সে-সবেরই ভিত্তি ছিল খোরানা বা ক্রিক-ওয়াটসনের ওই সময়কার কাজগুলো। এক অখ্যাত গ্রামের অতি সাধারণ পরিবারের সাদামাটা ছেলেটি গোটা বিশ্বের জীব-রসায়ন মানচিত্রে বড় মাপের একটা নিজস্ব এলাকা নির্মাণ করতে পেরেছিলেন, যে মানুষটির গড়ে ওঠবার পেছনে বড় ভূমিকা ছিল আমাদের দেশের মাটির, কয়েকজন মানুষেরও। এই ব্যাপারটার জন্যেই আমরা এখনও গর্ববোধ করতেই পারি।

মাঠে ময়দানে
9 January, 2024 • Tuesday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মঙ্গলবার অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তৃতীয় টি-২০ ম্যাচে মাঠে নামছেন হরমনপ্রীত কৌররা

সুপার কাপ অভিযান আজ শুরু দুই প্রধানের

প্রতিবেদন : একই দিনে সুপার কাপ অভিযান শুরু করছে ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান। মঙ্গলবার কলিঙ্গ স্টেডিয়ামে দুপুর দুটোয় লাল-হলুদের প্রতিপক্ষ হায়দরাবাদ এফসি। অন্যদিকে, সন্ধে সাড়ে সাতটায় আই লিগের দল শ্রীনিধি ডেকানের মুখোমুখি হবে সবুজ-মেরুন।

ইস্টবেঙ্গল রবিবারই ভুবনেশ্বর পৌঁছে গিয়েছিল। সোমবার পৌঁছে গেল মোহনবাগান। দলের সঙ্গে এসেছেন সদ্য রিহ্যাব শুরু করা আনোয়ার আলিও। তবে ভিসার জন্য নতুন কোচ আন্তোনিও হাবাস এখনও ভারতে আসতে পারেননি। তাই প্রথম ম্যাচে দায়িত্ব সামলাবেন সহকারী কোচ ক্লিফোর্ড মিরান্ডা। জাতীয় দলে ডাক পেয়েছেন সাতজন ফুটবলার। তাই সুপার কাপে ছয় বিদেশির উপর ভরসা রাখতে হচ্ছে। সোমবার মিডিয়ার মুখোমুখি হয়ে ক্লিফোর্ড বলেন, "একাধিক ফুটবলার জাতীয় শিবিরে। দলে কিছু চোট সমস্যাও রয়েছে। সব মিলিয়ে কঠিন পরিস্থিতি। তবে কাল তিন পয়েন্টই লক্ষ্য। আনোয়ার দলের সঙ্গে এলেও সুপার কাপে খেলবে না।"

মোহনবাগানের মতো ইস্টবেঙ্গলের ভরসাও ছয় বিদেশি। এদিন সকালেই সহকারী কোচ দিমাস দেলগাডোকে নিয়ে যে মাঠে খেলা, সেই মাঠ দেখে যান কার্লেস কুয়াদ্রাত। পরে মিডিয়ার মুখোমুখি হয়ে ইস্টবেঙ্গল কোচ বলেন, "জেভিয়ার সিভেরিওকে আজ রেজিস্ট্রেশন করানো হয়েছে। সুপার কাপে নতুন কোনও বিদেশি খেলবে না। আইএসএলের ধারাবাহিকতা ধরে রাখাই লক্ষ্য। হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে আইএসএলে জিতেছিলাম। যা ফুটবলারদের আত্মবিশ্বাস দেবে।" একই গ্রুপে রয়েছে দুই প্রধান। কুয়াদ্রাত বলছেন, "মোহনবাগানের ৬-৭ জন ফুটবলার না থাকলেও ডার্বিতে কঠিন লড়াই হবে।" এদিকে, চোটের জন্য প্রথম ম্যাচে নেই লেফট ব্যাক মন্দার রাও দেশাই।

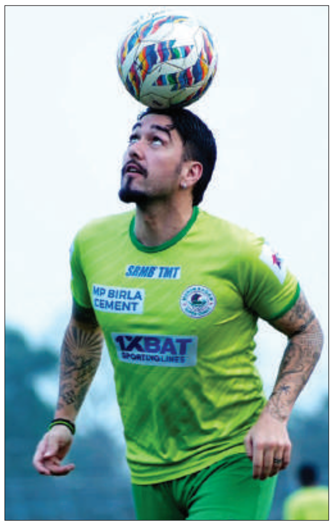

ইস্টবেঙ্গলের ভরসা ক্লেটন। গোলের জন্য দিমিত্রির দিকে তাকিয়ে মোহনবাগান।

রিয়ানের কীর্তি

রায়পুর : ছত্তিশগড়ের বিরুদ্ধে মাত্র ৫৬ বলে সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে বড় চমক দিলেন অসমের রিয়ান পরাগ। যা রঞ্জি ট্রফির ইতিহাসে দ্বিতীয় দ্রুততম সেঞ্চুরির রেকর্ড। শেষ পর্যন্ত ৮৭ বলে ১৫৫ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলে আউট হন রিয়ান। তিনি ১১টি চার ও ১২টি ছয় মেরেছেন। রঞ্জিতে দ্রুততম সেঞ্চুরির রেকর্ড এখনও ঋষভ পন্থের দখলে রইল। ২০১৬ সালে পন্থ ঝাড়খণ্ডের বিরুদ্ধে মাত্র ৪৮ বলে সেঞ্চুরি করেছিলেন। তবে এমন ইনিংস খেলেও দলকে ১০ উইকেটে হারের হাত থেকে বাঁচাতে পারেননি রিয়ান।

ছাঁটাই ঢুল

নয়াদিল্লি : ঘরের মাঠে পণ্ডিচেরির কাছে রঞ্জির প্রথম ম্যাচে হারতেই অধিনায়কের পদ থেকে সরানো হল তরুণ যশ ঢুলকে। তাঁর জায়গায় দিল্লির অধিনায়ক হলেন হিমন্ত সিং।

যোগ্যতা অর্জন

জাকার্তা : এশিয়ান কোয়ালিফায়ার্সের ফাইনালে সোনা জিতে অলিম্পিকে যোগ্যতা অর্জন করলেন বরুণ তোমার এবং এশা সিং। ১০ মিটার এয়ার পিস্তলে পুরুষদের মধ্যে ২৩৯.৬ স্কোর করে সেরা হয়েছেন ২০ বছরের বরুণ। আর মহিলাদের মধ্যে ২৪৩.১ স্কোর করে শীর্ষে থেকে শেষ করেছেন এশা। শুটিং বিভাগে দুজনেই প্যারিস অলিম্পিকে ভারতের হয়ে ১৪ এবং ১৫ নম্বর স্থান দখল করেছেন।

এগিয়ে ডরিভাল

রিও ডি জেনেইরো : জাতীয় দলের অন্তবর্তীকালীন কোচ ফার্নান্দো দিনিজকে সদ্য ছেঁটে ফেলেছে ব্রাজিল ফুটবল ফেডারেশন। নেইমার দ্য সিলভাদের নতুন কোচ হওয়ার দৌড়ে এগিয়ে ডরিভাল জুনিয়র। যিনি বর্তমানে সাও পাওলোর কোচের দায়িত্ব পালন করছেন। ক্লাবের সঙ্গে তাঁর চলতি বছরের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত চুক্তি রয়েছে।

ক্যারাটে টুর্নামেন্ট

প্রতিবেদন : সম্প্রতি দমদমের অমল দত্ত স্টেডিয়ামে অল ইন্ডিয়া ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপের অঙ্কুরাস্ত্র কাপ শেষ হল। ওয়ার্ল্ড অঙ্কুরাস্ত্র শোটোকান ক্যারাটে ফেডারেশনের সভাপতি শিহান অনিল কুমার রাম এবং ডব্লিউএএসকেএফের চেয়ারম্যান শিহান বিজয় হরিজন জানান, চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নিয়েছিল ৫৫০ জনেরও বেশি। যার মধ্যে মহিলা প্রতিযোগীদের সংখ্যা ছিল চোখে পড়ার মতো। বিহার, কর্নাটক, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, হিমাচলপ্রদেশের মতো রাজ্য থেকে তো বটেই, সিঙ্গাপুর ও দক্ষিণ আফ্রিকা থেকেও প্রতিযোগীরা এই টুর্নামেন্টে যোগদান করেছিল।

রঞ্জিতে বাংলা
প্রথম ম্যাচে এক পয়েন্ট

প্রতিবেদন : রঞ্জির শুরুটা মোটেও ভাল হল না বাংলার। প্রথম ইনিংসে চারশোর বেশি রান করেও তাদের ১ পয়েন্ট নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হল। প্রথম ইনিংসে এগিয়ে থাকার সুবাদে ৩ পয়েন্ট পেল অন্ধ্র। এই ম্যাচে বাংলার সামনে প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন অন্ধ্রের বাঙালি ব্যাটার রিকি ভুঁই। তিনি ১৭৫ রান করেছেন।

অন্ধ্র ম্যাচ থেকে অন্তত ৩ পয়েন্ট আশা করেছিল বাংলা। কিন্তু বিশাখাপত্তনমের ভিডিসিএ স্টেডিয়ামের পাটা উইকেট বঙ্গ বোলারদের সেই সুযোগ দেয়নি। তবু ম্যাচের শেষদিনে বোলাররা দ্রুত স্থানীয় দলকে গুটিয়ে দিতে পারেন কিনা সেদিকে নজর ছিল সবার। সকালে অন্ধ্র ৬ উইকেটে ৩৩৯ রান নিয়ে খেলা শুরু করেছিল। রিকি নট আউট ছিলেন ১০৭ রানে।

কিন্তু আগের দিনের মতো সোমবারও রিকিকে চাপে ফেলতে পারেননি মহম্মদ কাইফ, আকাশ দীপরা। শেষপর্যন্ত অন্ধ্র তাদের প্রথম ইনিংস শেষ করেছে আরও ১০৬ রান যোগ করে। এর ফলে তারা খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রথম ইনিংসের লিডও পেয়ে যায়। যাতে তাদের এই ম্যাচ থেকে ৩ পয়েন্ট পাওয়া নিশ্চিত হয়ে যায়। বাংলা যে ১ পয়েন্টের বেশি পাচ্ছে না, তাও পরিষ্কার হয়ে যায়।

অভিষেক ম্যাচে খেলতে নামা মহম্মদ শামির ভাই কাইফ ৬৩ রানে ৩ উইকেট নিয়েছেন। দুটি করে উইকেট নিয়েছেন করণ লাল, আকাশ দীপ ও ঈশান পোড়েল। একটি উইকেট নেন প্রদীপ্ত প্রামানিক। বাংলা প্রথম ইনিংসে অনুষ্টুপ মজুমদারের ১২৫ রানের সুবাদে ৪০৯ রান করেছিল। দ্বিতীয় ইনিংসে তারা ১ উইকেটে ৮২ রান তোলার পর দু'দল ম্যাচ ড্র মেনে নেয়।

বাংলার পরের ম্যাচ উত্তর প্রদেশের বিরুদ্ধে। কানপুরের গ্রিন পার্ক স্টেডিয়ামে এই খেলাটি হবে শুক্রবার থেকে। অভিমন্যু ঈশ্বরণকে এই ম্যাচে পাওয়া যাবে কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট কৌতূহল রয়েছে।

অবসর নিয়ে সুনীলকে কোনও চাপ নয়: স্টিমাচ

দোহা, ৮ জানুয়ারি : শনিবার (১৩ জানুয়ারি) অস্ট্রেলিয়া ম্যাচ দিয়ে এশিয়া কাপ অভিযান শুরু করবেন সুনীল ছেত্রীরা। পরের দু'টি ম্যাচ যথাক্রমে উজবেকিস্তান ও সিরিয়ার বিরুদ্ধে।

জাতীয় দলের জার্সিতে এটাই সম্ভবত সুনীলের শেষ টুর্নামেন্ট। যদিও সোমবার ইগর স্টিমাচ স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, অবসর নিয়ে সুনীলকে কোনও চাপ দেওয়া হবে না। স্টিমাচের বক্তব্য, "অবসরের সিদ্ধান্ত পুরোপুরি সুনীলের। আমরা ওকে কোনও চাপ দেব না। যদি ফিটনেস ধরে রাখতে পারে এবং নিজের খেলা উপভোগ করে, তাহলে যতদিন খুশি খেলা চালিয়ে যেতে পারে। ও ভারতীয় ফুটবলের আইকন। নতুন প্রজন্মের আদর্শ।"

ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে ১০২ নম্বরে রয়েছে ভারত। এশীয় র‍্যাঙ্কিংয়ে ১৮ নম্বরে। স্টিমাচের স্বপ্ন এশিয়ার প্রথম দশে তুলে আনা। তিনি বলছেন, "গত কয়েক বছরে আমরা উন্নতি করেছি। এভাবে এগোলে এশিয়ার প্রথম দশে ঢুকতে বছর চারেক লাগবে।"

এই নিয়ে টানা তিনবার এশিয়া কাপের মূলপর্বে খেলছে ভারত। গোলকিপার গুরপ্রীত সিং সান্ধু তিনবারই দলে ছিলেন। তিনি বলছেন, "এশিয়া কাপের পরিবেশ আমাদের কাছে অনেকটা বিশ্বকাপ খেলার মতো। এমন টুর্নামেন্টে টানা তিনবার দেশের হয়ে খেলার সুযোগ পাওয়া সম্মানের। আমাদের উচিত নিজেদের খেলা উপভোগ করা এবং মাঠে নেমে সেরাটা দেওয়া।"

জাতীয় দলের হয়ে ৬৬টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলে ফেলেছেন গুরপ্রীত। তিনি বলছেন, "২০১১ সালের পর যেমন একঝাঁক অভিজ্ঞ ফুটবলার সরে গিয়েছিল, তেমনই নতুন মুখও উঠে এসেছিল। গত কয়েক বছরে আমরা অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। উন্নতিও করেছি। সেটা ব্যক্তিগত নৈপুণ্যই হোক বা পেশাদারিত্ব। আগের থেকে এই দলের সাফল্যের খিদে বেশি।"

এএফসির স্মারক উপহার

কাপের জন্য ঝাঁপাবে বিরাট-রোহিত: শ্রীকান্ত

নয়াদিল্লি, ৮ জানুয়ারি : দীর্ঘ ১৪ মাস পর টি-২০ ফরম্যাটে টিম ইন্ডিয়ার জার্সিতে দেখা যাবে রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলিকে। দু'জনেই আফগানিস্তান সিরিজের দলে রয়েছেন। এর ফলে জুন মাসে টি-২০ বিশ্বকাপেও রোহিত ও বিরাটের খেলা কার্যত নিশ্চিত।

কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্তের বক্তব্য, "বিরাট যে ফর্মে রয়েছে, তাতে ওর ফেরা নিশ্চিত ছিল। রোহিতও একদিনের বিশ্বকাপে রান পেয়েছে। ওরা দু'জন যদি নির্বাচকদের বলে আমরা খেলব, তাহলে ওদের কে বাদ দেবে? আমি নিশ্চিত, ওরা দু'জনেই টি-২০ বিশ্বকাপ জেতার জন্য মরিয়া হবে।" প্রাক্তন ভারতীয় তারকা আরও যোগ করেছেন, "রোহিত আইপিএলকেই প্রস্তুতি মঞ্চ হিসাবে বেছে নেবে। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সকে নেতৃত্ব দেওয়ার চাপ এবার নেই। ও তাই খোলা মনে নিজের স্বাভাবিক আগ্রাসী ক্রিকেট খেলবে। দেশের মাটিতে বিশ্বকাপ ফাইনালে হারের জ্বালা রোহিত ভুলে যায়নি। তাই যেভাবেই হোক অধিনায়ক হিসাবে একটা বিশ্বকাপ জিততে চাইবে।"

শ্রীকান্ত আরও বলেছেন, "বিরাটও কাপ জেতার জন্য মুখিয়ে থাকবে। শেষ টি-২০ বিশ্বকাপ হয়েছিল মাত্র ১৩ মাস আগে। সেখানেও বিরাট দুর্দান্ত ফর্মে ছিল। সেই ফর্ম ও ধরে রেখেছে। এই বিশ্বকাপেও নিজের সেরাটা দিতে মরিয়া হবে। সবথেকে বড় কথা, রোহিত ও বিরাটের উপস্থিতি বিপক্ষ দলগুলোকে বাড়তি চাপে রাখবে।"

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠো তোমার অপেক্ষায় থাকব, নাদালকে বার্তা আলকারেজের

প্রয়াত বেকেনবাওয়ার

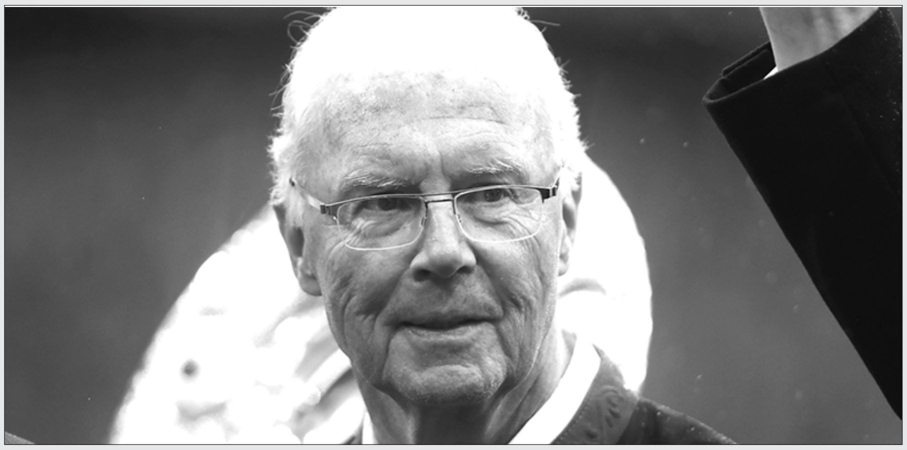

মিউনিখ, ৮ জানুয়ারি : মারিও জাগালোর পর এবার ফ্রাঞ্জ বেকেনবাওয়ার। বিশ্ব ফুটবল হারল আরও এক নক্ষত্রকে। ৭৮ বছর বয়সে প্রয়াত হলেন জার্মান-কিংবদন্তি। দীর্ঘদিন ধরেই তিনি অসুস্থ ছিলেন। রবিবার রাতে ঘুমের মধ্যেই না ফেরার দেশে পাড়ি দেন বিশ্বকাপজয়ী জার্মান-অধিনায়ক।

কী অদ্ভুত সমাপতন! শুক্রবার ফুটবল বিশ্ব শোকে ভাসিয়েছিল জাগালোর প্রয়াণের খবরে। যিনি বিশ্বের প্রথম ব্যক্তি হিসেবে ফুটবলার ও কোচের ভূমিকায় বিশ্বকাপ জিতেছিলেন। এবার চিরঘুমের দেশে পড়ি দিলেন একই কৃতিত্বের অধিকারী বেকেনবাওয়ারও! ১৯৭৪ সালে তাঁর নেতৃত্বে বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল তৎকালীন পশ্চিম জার্মানি। এরপর ১৯৯০ সালে জার্মানির কোচ হিসেবে বিশ্বকাপ জেতেন বেকেনবাওয়ার। ফুটবলার হিসেবে তাঁর কেরিয়ার যেমন বর্ণময়, তেমনই কোচের ভূমিকাতেও দারুণ সফল ছিলেন তিনি। বায়ার্ন মিউনিখের হয়ে চারশোও বেশি ম্যাচ খেলেছেন। সত্তরের দশকে বায়ার্নকে তিনবার ইউরোপিয়ান কাপ জিতিয়েছিলেন। দেশের হয়ে খেলেছেন ১০৩ ম্যাচ। গোল করেছেন ১৪টি। সর্বকালের সেরা ডিফেন্ডারদের একজন হিসেবে তাঁকে চিরদিন মনে রাখবে ফুটবল দুনিয়া। আধুনিক ফুটবলের সুইপার বা লিবেরোর ভূমিকায় তিনি ছিলেন অসাধারণ দক্ষ।

তবে খেলা ছাড়ার পর তাঁর বিরুদ্ধে একবার দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল। অভিযোগ ২০০৬ বিশ্বকাপ যাতে জার্মানিতে হয় তার জন্য ফিফা সদস্যদের প্রভাবিত করেছিলেন বেকেনবাওয়ার। ২০১৫ সালে ছেলে স্টিফেন মারা যাওয়ার পর থেকেই তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি হতে থাকে। পার্কিনসন রোগে ভুগছিলেন।

সম্প্রতি স্মৃতিশক্তিও অনেকটাই হারিয়ে ফেলেছিলেন। বেকেনবাওয়ারের পরিবারের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, 'গভীর শোকের সঙ্গে জানাচ্ছি, ফ্রাঞ্জ বেকেনবাওয়ার রবিবার রাতে ঘুমের মধ্যেই প্রয়াত হয়েছেন। মৃত্যুর সময় পরিবারের সদস্যরা তাঁর পাশেই ছিলেন। আশা করি, এই কঠিন সময়ে সবাই ওঁর পরিবারের পাশে থাকবেন।'

চিরবিদায়...

বিদায় কিংবদন্তি। শেষকৃত্যের জন্য জাগালোর মরদেহ সমাধির দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। রিওতে সোমবার।

চোখের জলে বিদায় জাগালোকে

রিও ডি জেনেইরো : চোখের জলে মারিও জাগালোকে শেষ বিদায় জানাল ব্রাজিল। ৯২ বছর বয়সে প্রয়াত হয়েছিলেন চারবারের বিশ্বকাপজয়ী ব্রাজিলীয় কিংবদন্তি।

ব্রাজিল ফুটবল সংস্থার সদর দপ্তরে রাখা ছিল জাগালোর দেহ। তাঁকে শেষবার চোখের দেখা দেখতে হাজির হয়েছিলেন প্রচুর ফুটবলপ্রেমী। জাগালোর কফিনের পাশে রাখা ছিল ব্রাজিলের জেতা পাঁচটি বিশ্বকাপ ট্রফিও। শেষকৃত্যের পর জাগালোকে সমাধিস্থ করা হয়। প্রসঙ্গত, ১৯৫৮ ও ১৯৬২ বিশ্বকাপজয়ী ব্রাজিল দলের অন্যতম সদস্য ছিলেন জাগালো। এরপর ১৯৭০ সালে কোচ হিসাবে ব্রাজিলকে বিশ্বকাপ জিতিয়েছিলেন। ফুটবলার ও কোচের ভূমিকায় বিশ্বকাপজয়ী প্রথম ব্যক্তি ছিলেন জাগালো। ১৯৯৪ সালে বিশ্বকাপজয়ী ব্রাজিল দলের ম্যানেজারও ছিলেন তিনি। ব্রাজিল ফুটবলের আলাদা জায়গা ছিল জাগালোর। পেলের মতো না হলেও তাঁর নাম ফুটবল সম্রাটের সঙ্গে একযোগে উচ্চারিত হত। ফুটবলার ও কোচ হিসেবে নিজেকে অন্য উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিলেন প্রয়াত এই ফুটবলার।

আর সেই কারণেই তাঁকে চিরবিদায় জানাতে রিওতে রাস্তায় নেমে এসেছিলেন ফুটবল ভক্তরা। তাদের অনেকের চোখেই ছিল জল। পেলের পর তাঁর বিদায় বড় ধাক্কা খেল ব্রাজিলের ফুটবল।

রুদ্ধশ্বাস ম্যাচ জিতে শেষ ষোলোয় বার্সা

বার্সেলোনা, ৮ জানুয়ারি : কোপা দেল রে-র শেষ ষোলোয় বার্সেলোনা। তবে প্রতিপক্ষ স্প্যানিশ চতুর্থ ডিভিশনের দল বারবাস্ত্রোকে হারাতে রীতিমতো ঘাম ঝরাতে হয়েছে কাতালান জায়ান্টদের। শেষ পর্যন্ত হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের ম্যাচটা ৩-২ গোলে জিতেছেন রবার্ট লেয়নডস্কিরা।

চতুর্থ ডিভিশনের দল হলেও, টুর্নামেন্টের আগের রাউন্ডে লা লিগার ক্লাব আলমেইরাকে হারিয়ে চমক দিয়েছিল বারবাস্ত্রো। এই ম্যাচেও বার্সেলোনাকে কড়া পরীক্ষার মুখে ফেলেছিল তারা। ১৮ মিনিটে রাফিনহার পাস থেকে বল পেয়ে বার্সেলোনাকে এগিয়ে দিয়েছিলেন ফেরমিন লোপেজ। বিরতির পর রাফিনহার গোলে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায় বার্সা। তবে ০-২ ব্যবধানে পিছিয়ে পড়েও লড়াই ছাড়েনি বারবাস্ত্রো। ৬০ মিনিটে কর্নার থেকে গোল করে ব্যবধান কমান বারবাস্ত্রোর আদ্রিয়া দি'মেসা।

পরিস্থিতি ক্রমশ কঠিন হচ্ছে দেখে বার্সেলোনা কোচ জাভি হার্নান্দেজ ৭২ মিনিটে জোয়াও ফেলিক্সকে তুলে নিয়ে অভিজ্ঞ স্ট্রাইকার লেয়নডস্কিকে মাঠে নামান। ৮৯ মিনিটে পেনাল্টি থেকে বার্সার তৃতীয় গোলটি করেন লেয়নডস্কি। কিন্তু তখনও নাটকের বাকি ছিল। সংযুক্ত সময়ের তৃতীয় মিনিটে পেনাল্টি থেকে ২-৩ করে দেন বারবাস্ত্রোর মার্ক সোরেনো। শেষ কয়েক মিনিট বার্সেলোনার রক্ষণে প্রবল চাপ তৈরি করেও সমতা ফেরাতে পারেনি বারবাস্ত্রো। ম্যাচের পর জাভি স্বীকার করেছেন, বিপক্ষ দল তাঁদের চাপে ফেলে দিয়েছিল।

চাপ আরও বাড়ল নির্বাসিত কুস্তি সংস্থার

নয়াদিল্লি, ৮ জানুয়ারি : বরখাস্ত কুস্তি কমিটিকে এবার পাল্টা তোপ ক্রীড়ামন্ত্রকের। তারা জানিয়েছে, নির্বাসিত কমিটি কোনও প্রতিযোগিতা আয়োজন করলে সেটাকে অবৈধ বলে ধরা হবে। এমনকী এই সব প্রতিযোগিতায় জেতা পদকেরও কোনও মূল্য দেওয়া হবে না। কেন্দ্রের তৈরি অস্থায়ী অ্যাড-হক কমিটিই এখন নিয়ন্ত্রণ করছে ভারতের কুস্তিকে। যা নিয়ে বরখাস্ত কমিটির সভাপতি সঞ্জয় সিংয়ের বক্তব্য ছিল, অ্যাড-হক প্যানেলকে তাঁরা মান্যতা দিচ্ছেন না। এই কমিটির কোনও অধিকারই নেই জাতীয় শিবির আয়োজন করার। এই প্রসঙ্গে ক্রীড়ামন্ত্রক চিঠি দিয়ে জানিয়েছে, যতদিন না পর্যন্ত পরিস্থিতি স্বাভাবিক হচ্ছে ততদিন কুস্তির কাজকর্ম চালাবে অ্যাড-হক কমিটি। তাদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে মান্য করা হবে।

এমবাপের হ্যাটট্রিক ৯ গোল পিএসজির

প্যারিস, ৮ জানুয়ারি : ফ্রেঞ্চ কাপে দুরন্ত হ্যাটট্রিক কিলিয়ান এমবাপের। তাঁর দল পিএসজিও ৯-০ গোলে ম্যাচ জিতেছে। এমবাপেদের প্রতিপক্ষ রেভেল ফরাসি ফুটবলের ষষ্ঠ ডিভিশনের দল। অপেশাদার এই ক্লাবের বিরুদ্ধে এমবাপের মাঠে নামা নিয়েই সংশয় ছিল। যদিও তিনি শুরু থেকেই খেললেন এবং তিনটি গোলও করলেন। ১৬ মিনিটেই গোল করে পিএসজিকে এগিয়ে দিয়েছিলেন এমবাপে। এরপর ৪৫ ও ৪৮ মিনিটে আরও দু'টি গোল করে ব্যক্তিগত হ্যাটট্রিক সম্পূর্ণ করেন তিনি। পিএসজির জার্সিতে ফ্রেঞ্চ কাপে সর্বোচ্চ গোলের (৩০টি) রেকর্ড এখন এমবাপের দখলে। এছাড়া পিএসজির হয়ে জোড়া গোল করেন রান্দাল কোলো মুয়ানি। একটি করে গোল করেন মার্কো আসেনসিও, গঞ্জালো র্যা মোস ও চের এনদুর। একটি গোল আত্মঘাতী। ম্যাচের পর পিএসজি কোচ লুইস এনরিকে বলেন, "এমবাপে নিজেই এই ম্যাচটা খেলতে চেয়েছিল। তাই ওকে খেলিয়েছি। নইলে ওকে বিশ্রাম দিতাম।" গত দু'বছর ফ্রেঞ্চ কাপ জিততে ব্যর্থ হয়েছে পিএসজি। এনরিকে বলছেন, "নতুন বছরে আমাদের যে কটা লক্ষ্য রয়েছে, তার অন্যতম ফ্রেঞ্চ কাপ। গোটা দল এই ট্রফিটা জেতার জন্য মুখিয়ে রয়েছে।"

ফ্রেঞ্চ কাপে অপ্রতিরোধ্য এমবাপে।

সহ অধিনায়ক রিজওয়ান

করাচি, ৮ জানুয়ারি : করমর্দন-বিতর্কের ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই নতুন দায়িত্ব পেলেন মহম্মদ রিজওয়ান। শাদাব খানকে সরিয়ে পাকিস্তান টি-২০ দলের সহ-অধিনায়ক হিসাবে সোমবার রিজওয়ানের নাম ঘোষণা করল পাক ক্রিকেট বোর্ড। অর্থাৎ শাহিন আফ্রিদির ডেপুটি হলেন রিজওয়ান। ১২ জানুয়ারি থেকে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টি-২০ সিরিজ খেলবে পাকিস্তান। আপাতত রিজওয়ানকে ওই সিরিজের সহ-অধিনায়ক করা হয়েছে। তবে টি-২০ বিশ্বকাপেও তাঁকে এই পদে দেখা যেতে পারে। উইকেটকিপার-ব্যাটার রিজওয়ান তিন ফরম্যাটেই পাক দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। টি-২০ ক্রিকেটে তাঁর পরিসংখ্যান তো রীতিমতো ভাল। ৮৫ ম্যাচে একটি সেঞ্চুরি ও ২৫টি হাফ সেঞ্চুরি-সহ ১২৭.৩০ স্ট্রাইক রেটে মোট ২৭৯৭ রান করেছেন রিজওয়ান।

মাঠে ময়দানে
9 January, 2024 • Tuesday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি-২০ সিরিজের আগে পাকিস্তানের কোচের পদ থেকে ইস্তফা গ্র্যান্ট ব্র্যাডবার্নের

ইংল্যান্ড সিরিজেও অনিশ্চিত শামি

নয়াদিল্লি, ৮ জানুয়ারি : বিশ্বকাপে বল হাতে স্বপ্নের ফর্মে ছিলেন। কিন্তু তারপর থেকেই চোটের জন্য মাঠের বাইরে রয়েছেন মহম্মদ শামি। দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে যেতে পারেননি। বোর্ড সূত্রের খবর, ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে আসন্ন টেস্ট সিরিজেও শামির পক্ষে খেলা কঠিন। অন্তত প্রথম দুটো টেস্টে ডানহাতি পেসারের খেলা কার্যত অসম্ভব।

গোড়ালির চোট নিয়েই বিশ্বকাপ খেলেছিলেন। আর সেই চোটই ভোগাচ্ছে শামিকে। বিসিসিআই সূত্রের খবর, শামি এখন বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে রিহ্যাব করছেন। ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছেন। কিন্তু এখনও বোলিং শুরু করেননি। এদিকে, ২৫-২৯ জানুয়ারি হায়দরাবাদে বেন স্টোকসদের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট। বিশাখাপত্তনমে দ্বিতীয় টেস্ট ২-৬ ফেব্রুয়ারি থেকে। এই দুই টেস্টে শামির খেলা নিয়ে যথেষ্ট সংশয় রয়েছে। সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে, তিনি তৃতীয় টেস্টে খেলতে পারেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক বোর্ড কর্তা জানিয়েছেন, শামির চোট পুরোপুরি সারেনি। চিকিৎসকরা ওকে এখনও নেটে বোলিং করার অনুমতি দেননি। কবে বোলিং শুরু করবে তা এই মুহূর্তে বলা কঠিন। তাই আমাদের ধারণা, ইংল্যান্ড সিরিজের প্রথম দুটো টেস্টে ওর পক্ষে খেলা সম্ভব নয়। তবে তৃতীয় টেস্টের আগে শামি ফিট হয়ে যাবে বলে আশা করা যায়। প্রসঙ্গত, তৃতীয় টেস্টের আসর বসবে রাজকোটে। যা শুরু হবে ১৫ ফেব্রুয়ারি। শেষ পর্যন্ত ফিট হয়ে শামি ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ খেলতে পারেন কিনা, সেটাই এখন বড় প্রশ্ন।

ইশানকে ফেলে নজর সামনে

বিশ্বকাপেও হয়তো নেই

মুম্বই, ৮ জানুয়ারি : আফগানিস্তান সিরিজে ১৬ জনের দলে ইশান কিশান সুযোগ পাননি। নির্বাচকরা জিতেশ শর্মাকে বেছে নিয়েছেন। ইশানের এই সিরিজে দলে না থাকা অনেককে অবাক করেছে।

এতে আর একটা বার্তাও রয়েছে। ছ'মাস বাদে টি-২০ বিশ্বকাপ। ভারত টি-২০ ম্যাচ পাবে না এর আগে। এই আবহে ইশানের আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ১৬ জনের দলে না থাকা মানে তিনি বিশ্বকাপেও হয়তো থাকবেন না। নির্বাচকরা সম্ভবত সামনে তাকাতে চাইছেন।

ইশান দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজের আগে ব্যক্তিগত কারণে সরে গিয়েছিলেন। তখন নির্বাচকরা কে এস ভরতকে ডেকে নেন। টেস্টে অবশ্য কে এল রাহুলই কিপিং করেছেন। বোর্ডের একটি সূত্র সংবাদ সংস্থাকে জানিয়েছে, লাগাতার সফর করেও ম্যাচ খেলার সুযোগ না পেয়ে ইশান হতাশ ছিলেন। তাই টেস্ট সিরিজের বাইরে এসে তিনি ছুটিতে বেরিয়ে পড়েন। নির্বাচকরা এখন ইশানকে ছাড়িয়ে সামনে তাকাতে চান। ফলে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে তাঁকে দলে দেখা যাবে কিনা তা নিয়ে কৌতূহল রয়েছে। এই সিরিজে ভরত উইকেটের পিছনে দাঁড়াতে পারেন। শোনা যাচ্ছে, ইশান মানসিক অবসাদের শিকার হয়েছিলেন। ২০২৩-এর জানুয়ারি থেকে দলের সঙ্গে পরপর ট্যুর করলেও তিনি খুব বেশি ম্যাচ খেলেননি। এই এক বছরে ইশান ওয়েস্ট ইন্ডিজে টেস্ট দলের সঙ্গে ছিলেন। তারপর শ্রীলঙ্কায় এশিয়া কাপে। তিনি সফর করেন দক্ষিণ আফ্রিকাতেও। এরপর দেশের মাঠে বিশ্বকাপে ইশান তিনটি ম্যাচ খেলার সুযোগ পেয়েছিলেন। আফগানিস্তান সিরিজের পর বিশ্বকাপের আগে ভারতের আর যেহেতু কোনও টি ২০ ম্যাচ নেই, ইশানের জন্য তাই থাকবে শুধু আইপিএল। আইপিএলে ঋষভ পন্থও ফিরছেন। সামনে আছেন জিতেশ ও সঞ্জু স্যামসনও। আইপিএলে ভাল কিছু করতে না পারলে ইশানের বিশ্বকাপ দলে ঢোকা খুব কঠিন।

পিচ নিয়ে দ্বিচারিতায় সোচ্চার এবার সানি

নয়াদিল্লি, ৮ জানুয়ারি : কেপটাউন টেস্টের পিচ নিয়ে 'সেনা' দেশগুলোর (দক্ষিণ আফ্রিকা, ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া) কড়া সমালোচনা করলেন সুনীল গাভাসকর। প্রাক্তন ভারত অধিনায়কের সাফ কথা, ''ভারত টার্নিং পিচ তৈরি করলে সেটা 'ছলনা' বা 'প্রতারণ', আর সেনা দেশগুলোর পিচ খারাপ হলে সেটা 'ভুল'— এই দ্বিচারিতা বন্ধ হোক।''

স্টোকসদের ভারত সফরের আগে ব্রিটিশ মিডিয়াকেও একহাত নিয়েছেন সানি। তাঁর বক্তব্য, ''ব্রিটিশ মিডিয়ার মতো ঘ্যানঘ্যান ও হাহাকার আর কেউ করে না।'' কেপটাউন টেস্টের প্রথম দিন ২৩ উইকেট পড়ার পর, দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন অধিনায়ক শন পোলক বলেছিলেন, ''নিউল্যান্ডসের পিচ কিউরেটর ভুল করেছেন।'' এই মন্তব্যের প্রতিবাদ করে গাভাসকর নিজের কলামে লিখেছেন, ''এগুলো নিছকই অজুহাত। আসল ঘটনা হল, ভারত সেঞ্চুরিয়ন টেস্টে হারের পরেই কিউরেটরের কাছে বার্তা পৌঁছে গিয়েছিল, উইকেটে আরও বেশি ঘাস রাখার জন্য। কিন্তু সেটা বুমেরাং হয়ে যায়।''

গাভাসকর আরও লিখেছেন, ''কিউরেটর ভুল করেছে, এই অজুহাত সেনা দেশগুলোর প্রিয় অভ্যাস। আমাদের কিউরেটররা ঘূর্ণি উইকেট বানালে সেটা হয় 'প্রতারণা'! ইচ্ছাকৃতভাবে করা হয়েছে। এসব এবার বন্ধ হোক।'' এর পরেই ব্রিটিশ মিডিয়াকে তোপ দেগে সানি লিখেছেন, ''সপ্তাহ তিনেকের মধ্যেই ভারত আরও একটি টেস্ট সিরিজ খেলতে চলেছে। এমন একটি দেশের বিরুদ্ধে, যাদের মিডিয়া সবথেকে বেশি ঘ্যানঘ্যান ও হাহাকার করে। নিজেদের দল ভাল পারফরম্যান্স না করতে পারলেই, বিপক্ষের দিকে কাদা ছুঁড়তে শুরু করে। অপেক্ষায় থাকুন, এবারও ওরা অভিযোগের ডালি সাজিয়ে ভারতে আসবে।''

গাভাসকরের অভিযোগ, ভারতীয় ক্রিকেটের প্রতিপত্তি সেনা দেশগুলোর সহ্য হচ্ছে না। তিনি আরও লিখেছেন, ''যবে থেকে ভারত বিশ্ব ক্রিকেটের অন্যতম সেরা শক্তি হয়ে উঠেছে, তখন থেকেই এই সব চালু হয়েছে। পুরনো ক্রিকেট খেলিয়ে দেশগুলোর থেকে ভারতের সাফল্যকে হেয় করা হয় পরিকল্পনা মাফিকভাবে।''

টেস্টে অবসর ক্লাসেনের

জোহানেসবার্গ, ৮ জানুয়ারি : মাত্র ৩২ বছর বয়সেই টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নিলেন হেনরিখ ক্লাসেন। দক্ষিণ আফ্রিকার উইকেটকিপার-ব্যাটার অবশ্য লাল বলের ক্রিকেটে দক্ষিণ আফ্রিকার নিয়মিত সদস্য ছিলেন না। দেশের হয়ে খেলেছেন মাত্র চারটি টেস্ট ম্যাচ। তবে হঠাৎ করেই নেওয়া তাঁর এই সিদ্ধান্ত চমকে দিয়েছে সবাইকে। ক্লাসেন জানিয়েছেন, ''এই সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে অনেকগুলো রাত জেগে কাটিয়েছি। তবে এবার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলেছি। টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নিচ্ছি। মনস্থির করা খুব কঠিন ছিল, কারণ ক্রিকেটের এই ফরম্যাটকেই আমি সবথেকে বেশি ভালবাসি।'' লাল বলের ক্রিকেট থেকে অবসর নিলেও, সীমিত ওভারের ফরম্যাটে দেশের হয়ে খেলা চালিয়ে যাবেন বলে জানিয়েছেন ক্লাসেন।

স্পোর্টস হার্নিয়া, সূর্যর অস্ত্রোপচার জার্মানিতে

নয়াদিল্লি, ৮ জানুয়ারি : একে তো চোটে কাবু। তার উপর আবার স্পোর্টস হার্নিয়া ধরা পড়ল সূর্যকুমার যাদবের। অস্ত্রোপচার করাতে আগামী ২-৩ দিনের মধ্যেই জার্মানি উড়ে যাবেন তিনি। ফলে তাঁর মাঠে ফেরার অপেক্ষা আরও বাড়ল। যা পরিস্থিতি, তাতে আইপিএলের শুরুর দিকের কিছু ম্যাচে সূর্যকে পাবে না মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। বিসিসিআই সূত্রের খবর, সূর্যর স্পোর্টস হার্নিয়া ধরা পড়েছে। জার্মানিতে অস্ত্রোপচার করিয়ে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠতে তাঁর বেশ কিছুদিন সময় লাগবে। ফলে ঘরোয়া ক্রিকেটে পুরো মরশুম তাঁর পক্ষে খেলা সম্ভব নয়। এমনকী, আইপিএলের শুরুর দিকের কিছু ম্যাচেও সূর্যর খেলা নিয়ে সংশয় রয়েছে। প্রসঙ্গত, ২০২২ সালে এই স্পোর্টস হার্নিয়ায় আক্রান্ত হয়েছিলেন জাতীয় দলের আরও এক ক্রিকেটার কে এল রাহুল। তিনিও জার্মানিতে গিয়ে অস্ত্রোপচার করান। সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে মাঠে ফিরতে রাহুলেরও বেশ কয়েক মাস সময় লেগেছিল।

শচীনের থেকেও বিরাট এগিয়ে

দক্ষিণ আফ্রিকা কোচের দাবি

কেপটাউন, ৮ জানুয়ারি : ১৯৯৬-৯৭ মরশুমে কেপটাউন টেস্টে শচীন তেন্ডুলকরের ১৬৯ রানের ইনিংস এখনও চোখে ভাসে তাঁর। যদিও দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্ট দলের কোচ শুকরি কনরাড শচীনের থেকেও এগিয়ে রাখছেন বিরাট কোহলিকে!

এই প্রসঙ্গে কনরাডের বক্তব্য, ''মনে পড়ছে, ওই টেস্টে শচীন অসাধারণ ব্যাট করছিল। মাত্র ৫৮ রানে ভারতের পাঁচ উইকেট পড়ে যায়। ওই পরিস্থিতিতে মহম্মদ আজহারউদ্দিনের সঙ্গে ২২২ রান যোগ করেছিল। আমি রেলওয়ে স্টেশনে বসে টিভিতে ম্যাচটা দেখছিলাম। নিজেকেই নিজে বলছিলাম, এর থেকে ভাল ইনিংস আর কেউ খেলতে পারবে না।''

তবে এত কিছুর পরেও বিরাটকেই এগিয়ে রাখছেন কনরাড। তিনি বলছেন, ''আমার সঙ্গে রাহুল দ্রাবিড়ের কথা হচ্ছিল। আমি দ্রাবিড়কে বলেছিলাম, আমি মনে করি, বিরাট শচীনের থেকেও এগিয়ে। পাল্টা দ্রাবিড় আমাকে বলেছিল, শচীন সব সময়ই মাস্টার থাকবে। আর বিরাট গ্রেট ক্রিকেটার। এই নিয়ে আমার সঙ্গে অ্যালান ডোনাল্ডেরও কথা হয়েছে। আমি সেখানেও বিরাটকে এগিয়ে রেখেছি।''